

রাসুল (স.)- এর যবানে
জান্নাতী শূরের
বর্ণনা

মাওলানা তারিক জামিল
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আনোয়ার রহ.



রাসূল (সা.)-এর যবানে জান্নাতী হরের বর্ণনা

মূল

মাওলানা তারিক জামিল, পাকিস্তান
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আনোয়ার (রহ.), পাকিস্তান

সংকলনে

মুফতি মাওলানা আবদুল্লাহ

<https://pdfbhandarbd.blogspot.com/>

পুস্তক ঘর

পাঠকবন্ধু মার্কেট

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

রাসূল (সা.) যবানে জান্নাতি হরের বর্ণনা

মূল : মাওলানা তারিক জামিল, পাকিস্তান

মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আনোয়ার (রহ.), পাকিস্তান

সংকলনে : মুফতি মাওলানা আবদুল্লাহ

প্রকাশক

মো: জাহাঙ্গীর হোসেন

পুস্তক ঘর

পাঠক বন্ধু মার্কেট

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা: ০১৯১৪৩৫৮৪৮৮

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর-২০২২ ইং

[স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

- ♦ কোরআন মজিল।
চকবাজার, লক্ষ্মীপুর।
- ♦ নুরানী কুতুবখানা
ফুলবাড়ি গেইট, দৌলতপুর,
খুলনা।
- ♦ মুজাহিদ লাইব্রেরী
জামালপুর বাজার, কালীগঞ্জ,
গাজীপুর।
- ♦ আল কোরআন লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

হুঁর ও স্ত্রীগণ

‘হুঁর’ এর পরিচিতি.....	১৩
‘হুঁরেন’-এর পরিচিতি	১৪

হুঁর সৃষ্টি

হুঁরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে.....	১৫
হুঁরে ঈন জাফরান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে.....	১৫
হুঁরকে সৃষ্টি করে পর্দা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে.....	১৬
হুঁরগণ জান্নাতের গোলাপ ফুল দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে.....	১৬
হুঁর সৃষ্টির স্তর	১৭
যা দ্বারা হুঁরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি করা হয়েছে.....	১৭
আল্লাহর রহমতের ফোটা দ্বারা সৃষ্ট হুঁরগণ.....	১৮
‘বিদাখ’ নহর থেকে সৃষ্ট কুমারী মেয়েরা.....	১৮
‘হারওয়াল’ নহর থেকে সৃষ্ট কুমারীগণ.....	১৯
হুঁরদের বয়স	২০
বৃদ্ধরা যুবক হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে.....	২১
কামিনী রমণীগণ.....	২২
লজ্জা ও নিজ বংশের প্রতি মুহাব্বত.....	২২
স্বামী ভক্ত এবং আকর্ষণীয় প্রেমাস্পদ হবে.....	২৩
জিন এবং মানুষ থেকে সংরক্ষিত হুঁর ও রমণীগণ.....	২৪

বিষয়

পৃষ্ঠা

জান্নাতি রমণীদেরকে (হ্রদেরকে) জিন এবং মানবজাতি
স্পর্শ না করার আরেক একটি ব্যাখ্যা ২৫

‘হ্র’ জান্নাতিকে নিজের দিকে উৎসাহিত করবে

হ্রদের অনুতাপ.....	২৬
হ্র কতক্ষণ আকৃষ্ট থাকবে?.....	২৬
হ্রগণ ভোর পর্যন্ত প্রতিক্ষায় থাকবে.....	২৭
আযানে শেষে দু’আর মাঝেও হ্রের ঈনকে চাওয়া.....	২৭
হ্রের পক্ষ থেকে বিবাহের দাওয়াত.....	২৮
জান্নাতিদের জন্য হ্রদের প্রার্থনা.....	২৯
হ্রের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব.....	২৯
হ্রগণ জান্নাতিকে স্বাগত জানাবে.....	৩০
স্বামীর সাক্ষাতের জন্য হ্রদের আগ্রহ.....	৩০

পূর্বসূরীদের হ্রের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ

হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর বাণী.....	৩২
হযরত আবু হামযার অবস্থা.....	৩২
হ্রের ঝলক.....	৩২
হ্রদের তাসবীহ্ দ্বারা জান্নাতের গাছে ফুল ফোটে.....	৩৩
চিত্তবিনোদনকারী হ্র.....	৩৩
হ্রদের রূপ-সৌন্দর্য দেখেই মারা যাবে.....	৩৩

হ্রদের আশায় ইবাদতকারীদের ঘটনা

একটি ঘটনা.....	৩৫
হ্র চাওয়াতে কোনো তিরস্কার নেই.....	৩৫
হ্রর অন্বেষণকারী একজন বুয়ুর্গের ঘটনা.....	৩৬

বিষয়

পৃষ্ঠা

জান্নাতি হর পাওয়ার আমলসমূহ

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা হর মিলবে	৩৯
হর পাওয়ার তিনটি আমল.....	৩৯
রমজানের প্রত্যেক রোজার বিনিময়ে একশত হর	৪০
অজীফার পুরস্কার.....	৪১
সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাধাপ্রদানকারীর প্রাপ্ত হরে ঈনের শান-শওকত.....	৪২
যদি হর চাও তাহলে এই আমলগুলো করো	৪২
হরের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৪৬
এক বুয়ুর্গের হর দেখার ঘটনা.....	৪৭
আমল যতো সুন্দর হবে হর ততো সুন্দর হবে.....	৪৭
পাঁচ শতাব্দী থেকে হরদের লালন পালন	৪৮
নওমুসলমানের জন্য অপেক্ষাকারী হর	৪৮

জান্নাতে হর এবং স্ত্রীর সংখ্যা

সন্তরজন স্ত্রী	৫১
জান্নাত থেকে সন্তর জন আর দুনিয়া থেকে দুইজন স্ত্রী	৫১
সর্বনিম্ন জান্নাতির বাহাতির জন স্ত্রী.....	
দোযখীদের ওয়ারিস হিসেবে দুইজন করে স্ত্রীও জান্নাতির মিলবে.....	৫২
সর্বনিম্ন জান্নাতি ব্যক্তির স্ত্রীর সংখ্যা	৫২
১২৫০০ স্ত্রী (বারো হাজার পাঁচশত স্ত্রী).....	৫৩
১২১০০ (বারো হাজার একশত) স্ত্রী এবং হরদের তারানা সঙ্গীত	৫৪
নহরের তীরে তাঁবুতে অবস্থানকারী হরগণ	৫৫
মেঘ থেকে বালিকাদের বৃষ্টি.....	৫৫
জান্নাতি পুরুষদের জন্য অতিরিক্ত হর থাকবে	৫৬

বিষয়

পৃষ্ঠা

পুরুষদের থেকে জান্নাতি হরদের সংখ্যা বেশি হবে	৫৭
জান্নাতে দুনিয়ার মহিলাদের সংখ্যা কম হবে	৫৮
জান্নাতে দুনিয়ার মহিলা কম থাকার কারণ	৫৮

জান্নাতের স্ত্রীগণ

হরদের সৌন্দর্য	৬২
হরদের জাঁকজমক ও রূপ লাভণ্য	৬২
জান্নাতি রমণীদের গালে পুরুষের চেহারা দেখা যাবে	৬২
কামনীয় সৌন্দর্যের একটি দৃষ্টান্ত	৬৩
হর নাকি সুরক্ষিত মুজা	৬৩
হরের লালার দ্বারা সমুদ্রের পানি মিঠা হয়ে যাবে	৬৩
জান্নাতি রমণীদের সৌন্দর্যের কিছু হাদীস	৬৩
সমগ্র পৃথিবী আলোকিত এবং সুগন্ধিময় হয়ে যাবে	৬৭
জান্নাতি রমণীদের মুকুট	৬৮
হরেঙ্গনের চুলের দৈর্ঘ্য	৬৮
হরদের সৌন্দর্যের অলৌকিকতা	৬৮
হাতের সৌন্দর্য	৬৯
হরদের ওড়নার মূল্য	৬৯
হরদের হাসি	৭০
একে অপরকে তাদের শরীরে (আয়নার মতো) দেখতে পাবে	৭০
হরদের জুতা	৭০
হরদের সুগন্ধি	৭১
প্রতি সেকেণ্ডে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে	৭১
ইয়াকূত এবং মারজানের মতো চমকপ্রদ শরীর	৭১
সর্বদায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে	৭২
জান্নাত ও দুনিয়ার মহিলাদের সৌন্দর্যের পার্থক্য	৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
আযানের আওয়াজের উপর হরদের সাজ-সজ্জা	৭৪
দুনিয়ার মহিলারা হরদের থেকে বেশি মর্যাদাবান হবে.....	৭৫
সত্তর হাজার গুণ বেশি মর্যাদাসম্পন্ন হবে.....	৭৫
দুনিয়ার মহিলাদের সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত	৭৫

হরদের মহর

সৎকাজের বিনিময়ে পবিত্র স্ত্রীগণ	৮১
আখিরাতের মহর	৮১
মসজিদ পরিষ্কার করাটাই হরে ঈন এর মহর	৮২
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিসি ফেলে দেয়া হরের মহর.....	৮২
সদকা করাও হরের মহর	৮২
সাধারণ ছদকার দ্বারাও জান্নাতের হর মিলবে.....	৮২
চার হাজার কোরআন খতমের বিনিময়ে হর ক্রয় করার ঘটনা .	৮৩
হরের আশা পোষণকারী ঘুমাতে পারে না	৮৩
মহর তাহাজ্জুদের নামাজ হরের.....	৮৩
রাত জেগে করে ইবাদত করলে হরের সান্নিধ্য লাভ হবে	৮৪
হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.) এর ঘটনা.....	৮৪
রূপ-লাবণ্যে সৃষ্ট বালিকা এবং তার মহর.....	৮৫

হর এবং স্ত্রীদের সাথে সহবাস

হরদের সাথে বিবাহ.....	৮৭
জান্নাতে সহবাসও হবে	৮৭
জান্নাতি এক ব্যক্তির একশত পুরুষের শক্তি হবে.....	৮৮
একদিনে এককশত মহিলার কাছে যেতে পারবে.....	৮৮
জানাবাত (বীর্য) মেশক আম্বর হয়ে বের হবে.....	৮৮
মহিলা সহবাসের পর নিজে নিজেই পবিত্র হয়ে যাবে.....	৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
জান্নাতী নারীরা পুনরায় কুমারী হয়ে যাবে	৮৯
পরম্পর থেকে আকর্ষণ শেষ হবে না.....	৮৯
একটি তাঁবুর কয়েকজন হর	৯১
সতী-সাদ্বী লাভণ্যময়ী স্ত্রীগণ.....	৯১
মিলনের স্বাদ শরীরে সত্তর বছর পর্যন্ত থাকবে.....	৯২
প্রতিবার দেখার দ্বারা নতুন চাহিদা সৃষ্টি হবে.....	৯৩
১২৫০০ স্ত্রীর সাথে মিলন	৯৩
জান্নাতি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন হরের নিকট যাবে	৯৪
নতুন হর নিজের দিকে ডাকবে.....	৯৫
হরের শরীরের পরিমাপ	৯৫
গর্ভ এবং প্রজনন.....	৯৬
হজুর (সা.)-এর হরদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন.....	৯৮
হরগণ যে তাঁবুর মাঝে বসবাস করবে.....	৯৮
হরদের তারানা (গান) এবং বাদ্য-যন্ত্র	৯৯
গান পরিবেশনকারী দুইজন হর	৯৯
জান্নাতি স্ত্রীদের গান পরিবেশন.....	১০০
হরদের আরো তারানা.....	১০১
ইফাফা বাতাসের গান.....	১০১
হরদের সম্মিলিত গান	১০১
গাছ-পালা এবং হরদের সুরের প্রতিযোগিতা	১০৩
হরদের জান্নাতে বিচরণ	১০৩
হরেরা দুনিয়াতে নিজের স্বামীকে দেখে নিবে.....	১০৪
হিসাব-নিকাশের সময় হরগণ স্বামীকে দেখতে থাকবে	১০৪
হরগণ বাইতুল্লার তাওয়াফ করতে থাকবে.....	১০৫
দুনিয়ার স্বামী-স্ত্রী জান্নাতেও স্বামী-স্ত্রী থাকবে.....	১০৫
বহু বিবাহিতা মহিলা জান্নাতে যার স্ত্রী হবে	১০৬
জান্নাতি পুরুষ ও মহিলার গুণাগুণ	১০৭

ছর ও স্ত্রীগণ

‘ছর’ এর পরিচিতি

হযরত মুজাহিদ রহ. বর্ণনা করেন, ছর বলা হয়, যাকে দেখে চোখ হয়রান হয়ে যাবে। তাদের চামড়া এত পাতলা এবং রং এতো স্বচ্ছ হবে যে, কাপড়ের উপর থেকে তার পিভলী দেখলে দর্শনকারী আয়নার মতো তার চেহারা দেখতে পাবে। (আলবাদুর্কুস সাফিরা : হাদীস নং-২০০২, তাফসীরে মজুহাদি : ২/৫৯০, তাফসীরে তবরী : ২৫/১৩৬)

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

فِيهِنَّ قَصِرَتْ الظُّرُفُ لَمْ يَطْبِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ. كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ.

অর্থ : তার মধ্যে থাকবে সতী-সাদ্বী রমণীগণ। কোনো জিন বা মানবজাতি পূর্বে যাদেরকে কখনো স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা (হে মানুষ!) উভয়েই তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে। তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। (সূরয়ে রহমান : আয়াত নং-৫৬-৫৮)

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, ছর এমন হবে যার চোখের সাদা অংশ একদম সাদা হবে এবং কালো অংশ একদম কালো হবে।

(তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/১৫৩)

হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, “الْبَيَاضُ تَصِفُ الْحَسَنَاتِ” (সাদা রঙ অর্ধেক সৌন্দর্য।) (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৪/৪১)

হযরত ওমর (রা.) বলেন, যদি মহিলাদের চুলের সাথে সাদা রঙের মিশ্রণ থাকে তাহলে সৌন্দর্য পূর্ণতা পায়। (বুশরাল মুহিব্বীন : পৃ. ৪৩)

‘হুরেঈন’-এর পরিচিতি

হযরত ইবনে কাইয়ুম (রহ.) বলেন, **حُورٌ** (হুর) শব্দটি **حَوْرَاءُ** (হাওরাউ) এর বহুবচন। আর ‘হুর, ওই মেয়েকে বলে, যে যুবতী ও খুবই সুন্দর হয় এবং সাদা ও কালো চোখ বিশিষ্ট হয়। **عِينٌ** (ঈন) শব্দটি **عَيْنَاءُ** (আইনাউ) এর বহুবচন। আর **عَيْنَاءُ** আইনাউ ওই মহিলাকে বলে, যার চোখ বড় বড় হয়। (হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২৮৫)

সাধারণত হুর শব্দটি মানুষ একবচন হিসেবে বলে থাকে আসলে হুর শব্দটি একবচন নয় বরং বহুবচন।



হর সৃষ্টি

হরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَمْ يَطِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

অর্থ : কোনো জিন বা মানবজাতি পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি।

(সূরায়ে রহমান : আয়াত নং-৫৬)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শা'বী রহ. বলেন, হরগণ জান্নাতি পুরুষদের স্ত্রী হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অভিনব পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا.

অর্থ : আমি জান্নাতি রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। এবং তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। স্বামীভক্তা, অনুরক্তা আর সমবয়স্কা।

(সূরায়ে ওয়াকিয়া : আয়াত নং-৩৫-৩৭)

ইমাম শা'বী রহ. বলেন, যখন থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন থেকে কোনো মানুষ বা জিন তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি।

(আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০০৭)

হরে ঈন জাফরান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

خُلِقْنَ الْخُورُ الْعَيْنُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ.

অর্থ : হরে ঈনকে জাফরান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০১৬, তবরানী : হাদীস নং-৭৮১৩, দূররে মানছুর : ৬/৩৩)

ফায়দা : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং মুজাহিদ রহ. অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত য়ায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হ্রের ঈনকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেননি বরং কস্তুর, কাফুর এবং জাফরান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (আলবাদুররুস সাফিরা: হাদীস নং-২০১৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান রহ. ও হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বন্ধুর জন্য এমন রমণী সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি করা হয়নি বরং জাফরান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। (অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতেই সৃষ্টি করা হয়েছে।) সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া : ২৯৫, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৩)

হ্রকে সৃষ্টি করে পর্দা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে

হযরত ইবনে আবিল হাওয়ারি রহ. বলেন, হ্রের ঈনকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তাদের সৃষ্টি পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন ফেরেশতাগণ তাদের উপর তাঁবু টানিয়ে দেয়। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩১১, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৫)

হ্রগণ জান্নাতের গোলাপ ফুল দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে

হযরত যাবাহ কাইসি রহ. বলেন, আমি হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, “জান্নাতুন নাঈম” জান্নাতুল ফেরদাউস ও জান্নাতুল আদন এর মাঝে প্রতিষ্ঠিত। তাতে এমন হ্র রয়েছে যাদেরকে জান্নাতের গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাতুল নাঈমে কারা প্রবেশ করবে? উত্তরে বলেন, ওই সমস্ত লোকেরা যারা গুনাহর ইচ্ছা করে না। যখন তারা আল্লাহর বড়ত্বের কথা ভাবে তখন তারা তাঁকে পেয়ে যায়। এবং যারা আল্লাহরকে ভয় করে তারাও ‘জান্নাতুল নাঈমে’ যাবে। (সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩৪৮)

হুজুর (সা.)-কে “হুরেঈন” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন,

مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ : أَسْفَلُهُنَّ مِنَ الْبُسَاكِ وَ أَوْسَطُهُنَّ مِنَ الْعَنْبَرِ
وَأَعْلَاهُنَّ مِنَ الْكَافُورِ وَشُعُورُهُنَّ وَجَوَابُهُنَّ سَوَادُ خَطٍّ مِّنْ نُورٍ۔

অর্থ : তিন জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে-১. তার নিচের অংশ কস্তুরী দ্বারা। ২. তার মাঝের অংশ মেশক আম্বরের দ্বারা। ৩. এবং তার উপরের অংশ কাফুর দ্বারা। তার চুল কালো ও দ্রু কালো নূর দ্বারা রেখা টানা থাকবে। (তাকিরাতুল কুরতুবী: ২/৪৮১)

হুর সৃষ্টির স্তর

হুজুর (সা.) বলেন,

سَأَلْتُ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ يَخْلُقُ اللَّهُ الْحُورَ
الْعَيْنَ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ! يَخْلُقُهُنَّ اللَّهُ مِنْ قَضَبَانِ الْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ
مَضْرُوبَتٍ عَلَيْهِنَّ الْخِيَامُ أَوَّلُ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ مِنْهُنَّ نَهْدًا مِنْ مِسْكِ
أَذْفَرَ أَبْيَضَ عَلَيْهِ يَلْتَامُ الْبَدَنُ.

অর্থ : আমি জিবরাঈল আ. কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমাকে বল! আল্লাহ তা'আলা হুরে ঈনকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মেশক আম্বর এবং জাফরানের শাখা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উপর তাঁবু দ্বারা ঘেরাও করে দিয়েছেন। সর্বপ্রথম তাদের বক্ষদেশকে সুগন্ধিযুক্ত সাদা রঙের কস্তুরী দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এবং তার উপর ভিত্তি করেই সম্পূর্ণ শরীরকে সৃষ্টি করেছেন।

(তাজকিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৮১)

যা দ্বারা হুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি করা হয়েছে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হুরে ঈনের পায়ের আঙ্গুলী থেকে হাঁটু পর্যন্ত জাফরান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এবং হাঁটু থেকে বক্ষদেশ পর্যন্ত কস্তুরীর সুগন্ধি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এবং বক্ষদেশ থেকে গর্দান পর্যন্ত আঙনের শু'লার মতো চমকপ্রদ মেশক আম্বর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। গর্দান থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা কাফুর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে লাল গোলাপের সত্তর হাজার পোশাক পরিধান

করানো হবে। যখন সে সামনে আসবে উজ্জ্বল নূরের ন্যায় চমকাইতে থাকবে যেমন জগতবাসীদের কাছে সূর্য চমকাইতে থাকে। এবং যখন সে সামনে আসবে তখন পোশাক ও চামড়া পাতলা হওয়ার কারণে তার পেটের ভিতরের অংশ দেখা যাবে। তার মাথায় সুগন্ধিময় কস্তুরীর চুলের খোঁপা থাকবে এবং প্রত্যেক খোঁপা উঠানোর জন্য সেবক থাকবে। যারা সেগুলোর কিনারা উঠাবে তারা বলতে থাকবে, তাঁরা হলেন আল্লাহর বন্ধুদের পুরস্কার এবং তাদের নেক আমলের প্রতিদান।

(তাজকিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৮১)

আল্লাহর রহমতের ফোটা দ্বারা সৃষ্ট হুরগণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ-

অর্থ : প্যাভিলিয়ান সুরক্ষিত থাকবে সুলোচনা হুরগণ।

(সূরায়ে রহমান: আয়াত নং-৭২)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবুল আহওয়াস রহ. বলেন, আমার নিকট এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, মেঘের এক টুকরা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তখন তার রহমতের ফোটা থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর প্রত্যেকের জন্য নদীর তীরে একটি করে তাঁবু বানানো হয়। ওই তাঁবুর দৈর্ঘ্য চল্লিশ মাইল পরিমাণ। তার কোনো দরজা নেই। যখন আল্লাহ তা'আলার কোনো বন্ধু সেখানে যেতে ইচ্ছে করবে তৎক্ষণাৎ রাস্তা হয়ে হয়ে যাবে। যাতে করে তার জানা হয়ে যায় যে, ফেরেশতা বা খাদেমদারদের কারও দৃষ্টি তাদের উপর পড়েনি। তারা এমন হুর যারা সৃষ্টির দৃষ্টি থেকে একদম আড়ালে। (সিফাতুল জান্নাত : ইমাম ইবনে কাছীর : ১০২, নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম : ২/৩৭৭)

‘বিদাখ’ নহর থেকে সৃষ্ট কুমারী মেয়েরা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জান্নাতে এক নহর আছে যার নাম ‘বিদাখ’। তার উপর ইয়াকূতের মিনারা থাকবে যার তলদেশ থেকে বালিকারা সৃষ্টি হতে থাকবে। এবং সুমধুর সুরে কুরআন তেলাওয়াত

করতে থাকবে। জান্নাতিরা পরস্পর বলতে থাকবে আমাদের সাথে “বিদাখ” নহরের দিকে চলো। তারা আসবে এবং মেয়েদের সাথে মুসাফাহা করবে। যখন কোনো পুরুষের কোনো মেয়ে পছন্দ হবে তখন সে তার বাহু স্পর্শ করবে সাথে সাথে সে ওই পুরুষের পিছে চলতে থাকবে। এবং ওই মেয়ের স্থানে অন্য মেয়ে সৃষ্টি হবে। (সিফাতুর জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৬৯, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২৪৩, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং-১৯২২, মুসনাদে আহমাদ : ৩/১৩৫, নিহায়ে ইবনে কাছীর : ২/৩৬০)

হযরত সামর ইবনে আতিয়া রহ. বলেন, জান্নাতে কিছু নহর এমন আছে যার থেকে বালিকারা সৃষ্টি হয়। তারা বিভিন্ন সুরে আল্লাহ তা’আলার প্রশংসা করবে। তাদের এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর হবে যা কোনো কান কখনো শ্রবণ করেনি। (আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং-১৯২৪, সিফাতুল জান্নাত : আবু নাস্ঈম : ৩/১৬৫। হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৪)

তারা বলতে থাকবে-

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبُوتُ وَنَحْنُ الْكَاسِيَاتُ فَلَا نَعْرِي
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَجُوعُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأُسُ

অর্থ : আমরা সর্বদায় জীবিত থাকবো, কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা সর্বদায় পোশাকে আবৃত থাকবো, কখনো বস্ত্রহীন হবো না। আমরা সর্বদায় নিয়ামতের মাঝে থাকবো, কখনো ক্ষুধার্ত হবো না। আমরা সদা নিয়ামতের মাঝে থাকবো, কখনো দুঃখ ও কষ্ট দিবো না।

(সিফাতুল জান্নাত : আবু নাস্ঈম : ৩১/১৭২)

ফায়দা : শহীদগণকে ওই নহরে যখন ডুব দেওয়ানো হবে তখন তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল থাকবে।

‘হারওয়াল’ নহর থেকে সৃষ্ট কুমারীগণ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ الْهَرُولُ فِي حَافَتَيْهِ أَشْجَارٌ نَابِتَاتٌ فَإِذَا
اشْتَهَى أَهْلُ الْجَنَّةِ السَّمَاعَ يَقُولُونَ مُرُّوا بِنَا إِلَى الْهَرُولِ فَتَسْمَعُ

الْأَشْجَارُ فَتَنْظِفُ بِأَصْوَاتٍ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ لَا يَمُوتُوا لَكَبِتُوا شَوْقًا وَطُرَبًا إِلَى تِلْكَ الْأَصْوَاتِ قَالَ فَإِذَا سَمِعْتَهُنَّ الْجَوَارِي قَرَأْنَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَيَجِيءُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إِلَيْهِنَّ فَيَقُطِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ مَا اشْتَهَى ثُمَّ يُعِيدُ اللَّهُ تَعَالَى مَكَانَهُنَّ مِثْلَهُنَّ.

অর্থ : জান্নাতে ‘হারওয়াল’ নামে একটি নহর আছে যার উভয় পাড়ে গাছ উৎপাদিত থাকবে। যখন জান্নাতিরা গান শুনতে চাইবে। তাদেরকে বলবে, আমাদের সাথে ‘হারওয়াল’ নহরের নিকট চলো! যাতে তার পাড়ের গাছ থেকে অতি সুন্দর গান শুনতে পারি। সেখানে এমন সুন্দরভাবে গান পরিবেশন করবে যদি আল্লাহ তা’আলা জান্নাতিদের জন্য জীবিত থাকাকে স্থায়ী না করতেন তাহলে সকল জান্নাতির মৃত্যু হয়ে যেতো। যখন ওই গাছের গানগুলো গাছের সাথে অবস্থানকারী মেয়েরা শুনবে তারাও সুন্দর কণ্ঠে আরবীতে কিছু বলবে। অতঃপর আল্লাহর প্রিয় বন্ধুগণ সেখান থেকে তাদের পছন্দমতো মেয়ে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তা’আলা ওই রকম মেয়ে আবার সেই গাছে রেখে দিবেন। (সিফাতুর জান্নাত: আবু নঈম: ৩/১৬৩)

হরদের বয়স

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.

অর্থ : তাদের নিকট থাকবে সতী-সাক্ষী সমবয়স্কা রমণীগণ।

(সূরায়ে ছ-দ: আয়াত নং-৫২)

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) লিখেন, বয়স সমান হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জান্নাতে হরদের বয়স পরস্পর সমান হবে অথবা হরদের বয়স তাদের স্বামীর সমবয়সের হবে। হরদের বয়স সমান হওয়ার দ্বারা ফায়দা হলো, তাদের পরস্পর মুহাব্বত, ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকবে। তাদের পরস্পর সামান্য পরিমাণও হিংসা বিদ্বেষ এবং ঘৃণা

থাকবে না। যা স্বামীর জন্য অত্যন্ত সুখের কারণ হবে। আর স্বামীর সমবয়সে হওয়ার দ্বারা ফায়দা হলো, তাদের পরস্পরের মাঝে মৌন মিল, সমান্তরালভাবে মনের চাহিদার বহিঃপ্রকাশ এবং তা পূরণের ভাবসম্প্রসারণের সমমৌনতার স্বভাব থাকবে। এর দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সমতা থাকা উচিত তাহলে তাদের মাঝে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং দাম্পত্য জীবন বেশি সুখময় এবং সুখের হবে। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন : ৭/৫২৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণও বর্ণনা করেন, জান্নাতী হরগণ সমবয়সে তথা ৩৩ বৎসরের হবে।

(হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ২৮৮)

বৃদ্ধরা যুবক হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) একদা আমার নিকট আসলেন, তখন আমার নিকট একজন বৃদ্ধা বসা ছিলো। তিনি বললেন, সে কে? আমি বললাম, আমার খালা। তিনি বললেন, এ কথা মনে রেখ! জান্নাতে বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। এই কথা শুনে হতে পারে সে চিন্তায় এবং পেরেশানিতে পরে গিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাকে এক ভিন্ন আকৃতিতে (যুবতী করে) উঠাবো। (হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ২৯২, আলবাদুর্রুস সাফিরা : হাদীস নং-২০০৮, দুররে মানহুর : ৬/১৫৮, তাফসীরে ইবেন জারীর : ১৭/৮০)

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বর্ণনা করেন,

أَتَتْ عَجُوزُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانٍ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُ عَجُوزٌ قَالَ فَوَلَّتْ تَبْكِي فَقَالَ أَخْبِرُوهَا إِنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔

অর্থ : একজন বৃদ্ধা মহিলা হুজুর (সা.)-এর নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন যেনো আল্লাহ তা'আলা

আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করে দেন। তিনি বললেন, হে অমুকের মা! জান্নাতে বৃদ্ধা লোক প্রবেশ করবে না। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, (এই উত্তর শুনে সে) মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে লাগলো। তখন হুজুর (সা.) বলেন, তাকে সংবাদ দিয়ে দাও! জান্নাতে কোনো মহিলা বৃদ্ধা অবস্থায় যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাদেরকে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে যুবতী বানিয়ে দিবো। (শামায়েলের তিরমিযী: ১২২, হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ২৯২, আলবাদু'রুস সাফিরা: হাদীস নং-২০২২, তাফসিরে ইবেন কাছীর: ৮/৯)

কামিনী রমণীগণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَّثًا وَعُنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا.

অর্থ : মুক্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য। বাগান এবং আগুর। সমবয়সী পূর্ণ যৌবনা তরুণী। (সূরায়ে নাবাহ : আয়াত নং-৩১-৩৩)

(শাস্তিক বিশ্লেষণ) **كَوَاعِبَ** এটা **كَاعِبَ** এর বহুবচন। তার অর্থ হলো, উপরে উঠা স্তনবিশিষ্ট মহিলা। উদ্দেশ্য হলো তাদের বক্ষদেশ (স্তন) আনারের মতো থাকবে, ঝুলানো থাকবে না। (হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২৯৫)

লজ্জা ও নিজ বংশের প্রতি মুহাব্বত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فِيهِنَّ قَصْرُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ.

অর্থ : তার মধ্যে থাকবে সতী-সাদ্বী রমণীগণ। কোন জিন বা মানবজাতি পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব, তোমরা (হে জিন ও মানুষ!) উভয়েই তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে। (সূরায়ে রহমান; আয়াত নং ৫৬-৫৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعِنْدَهُمْ قُصِرَتْ الطَّرْفُ عَيْنٌ۔

অর্থ : তাদের নিকট থাকবে সংযত নয়না, সতী-সাধবী, ডাগর ডাগর সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট রমণীগণ। (সূরায় ছ-ফফাত : আয়াত নং-৪৮)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়, যে সমস্ত স্বামীর সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যুগলবন্ধি করেছেন তাদের ব্যতীত তারা অন্য কোনো পুরুষের দিকে তাকাবে না।

আল্লামা ইবনে জাওযি রহ. নকল করেছেন, এই রমণীগণ তাদের স্বামীকে বলবে, “আমার পরওয়ারদেগারের ইজ্জতের কসম! জান্নাতে তোমার থেকে উত্তম কাউকে আমার দৃষ্টিতে আসে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আপনার স্ত্রী এবং আপনাকে আমাদের স্বামী বনিয়েছেন।”

“দৃষ্টি নত রাখা রমণীগণ” এর দ্বারা আরোও একটি উদ্দেশ্য আল্লামা ইবনে জাওযি বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নিচু রাখবে অর্থাৎ তারা এমন সুন্দরী এবং মুগ্ধ হবে যে, স্বামীর অন্য কারো দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ইচ্ছাই হবে না। (তাকসীরে যাদুল মাছীর: ৮/৫৭-৫৮)

স্বামী ভক্ত এবং আকর্ষণীয় প্রেমাস্পদ হবে

আল্লাহ তা'আলা করেন, عُرْبًا اَتْرَابًا

অর্থ : কামিনী সমবয়স্কা (স্ত্রীগণ)। (সূরায় ওয়াকিয়া: আয়াত নং-৩৭)

ফায়দা : عُرْبًا শব্দটি عُرْبَةٌ এর বহুবচন। ওই রমণীকে বলে, যে তার স্বামীর প্রিয় এবং প্রিয়তমা হবে। সুন্দর, কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনকারী, ডাগর চোখ বিশিষ্ট, রসিক, চঞ্চল, কামিনী দৃষ্টি, প্রেমোদ্দীপক ও খাহেশ পছন্দকারী। মোট কথা আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের মাঝে সুন্দর আকৃতির সাথে সাথে খুশি-মজা এবং মধুর সহবাসের কথাও একত্রিত করেছেন। আর এটাই স্ত্রী থেকে বেশি কামনা থাকে এবং এটাই পুরুষের জীবনের মজার পরিপূর্ণতা। (হাদিউল আরহওয়াহ : পৃ. ২৯৪)

জিন এবং মানুষ থেকে সংরক্ষিত হর ও রমণীগণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَمْ يَطْبُثْهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

অর্থ : কোনো জিন ও মানবজাতি পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি।

(সূরায়ে রহমান : আয়াত নং-৫৬)

ফায়দা : কুমারী মেয়ের সাথে সহবাস করাকে আরবীতে طُبْتُ বলে। এবং এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। উক্ত আয়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কেননা তাদেরকে জান্নাতীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অর্থও হতে পারে যে, যাদেরকে মানুষের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি। এবং যাদেরকে নেক জিনদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তাদেরকেও ইতি পূর্বে কোনো জিন স্পর্শ করেনি। এই অর্থও হতে পারে যে, দুনিয়াতে যেমন মানুষকে জিন আছর করে কিন্তু তাদেরকে কোনো জিন স্পর্শ করেনি।

(তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন : ৮/২৬১)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, (কিয়ামতের) শিঙ্গা ফুৎকার দেয়ার পরেও এই হরে ঈন ধ্বংস হবে না; কেননা তাদের জীবিত থাকার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। (হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ২৮৯)

উক্ত আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুমিন জিন জান্নাতে যাবে যেমন কাফের জিন দোযখে যাবে। হযরত জামরাহ ইবনে হাবিব রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, জিনদেরও কি নেকীর দ্বারা জান্নাত মিলবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন। এবং বলেন, মানুষের জন্য মানুষ রমণী হবে এবং জিনের জন্য জিন রমণী হবে।

হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, যখন কোনো পুরুষ সহবাস করে আর (গুরুত্রে) বিসমিল্লাহ না পড়ে তখন জিন তার বিশেষ অঙ্গের মাথা ঘুরিয়ে দেয় এবং ওই ব্যক্তি ওই জিনের সাথেই সহবাস করে।

(হাদিউল আওয়াহ: পৃ. ২৮৯)

জান্নাতি রমণীদেরকে (হরদেরকে) জিন এবং মানবজাতি
স্পর্শ না করার আরেক একটি ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَمْ يَطِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

অর্থ : কোনো জিন ও মানবজাতি পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি।

(সূরায়ে রহমান : আয়াত নং-৫৬)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শা'বী রহ. বলেন, এরা দুনিয়ার রমণী
যাদেরকে জান্নাতে দ্বিতীয়বার (জান্নাতের জন্য সুসজ্জিত করে) সৃষ্টি করা
হবে। সুতরাং, আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করবো
এবং কুমারী ও স্বামীসোহাগী বানিয়ে দিবো। যখন থেকে “জান্নাতুল
আদনে” নতুন করে সৃষ্টি করা হবে তখন থেকে তাদেরকে তাদের স্বামী
ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করতে পারবে না। (আলবা'সুর
নুসূর : ৩৭৮ দুররে মানছুর : ৬/১৪৮)



‘হুর’ জান্নাতিকে নিজের দিকে উৎসাহিত করবে

হুরদের অনুতাপ

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

إِذَا انْصَرَفَ الْمُتَصَرِّفُ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَقُلْ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ
وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَزَوْجَتِي مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : وَيْحُ هَذَا
أَعْجَزَ أَنْ يَسْتَجِيرَ بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : وَيْحُ هَذَا أَعْجَزَ أَنْ
يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَقَالَتِ الْخُورَاءُ أَعْجَزَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُزَوِّجَهُ
مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ -

অর্থ : যখন কোনো নামাজী ব্যক্তি নামাজ শেষ করে এই দু’আ না করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করুন। এবং হুরে ঈনের সাথে বিবাহ সম্পাদন করুন। তখন ফেরেশতাগণ বলতে থাকে—আফসোস! এই ব্যক্তি কি আল্লাহর নিকট দোযখ থেকে পরিত্রাণ চাইতে নৈরাশ হয়ে গিয়েছে? এবং জান্নাত বলতে থাকে—আফসোস! এই ব্যক্তি কি আল্লাহ তা’আলার নিকট জান্নাত চাইতে অক্ষম হয়ে গিয়েছে? এবং হুর বলতে থাকে—আফসোস! এই ব্যক্তি কি হুরে ঈনের সাথে বিবাহ সম্পাদনে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে নৈরাশ হয়ে গিয়েছে? (আলবাদূরস সাফিরা : হাদীস নং-২০৫৮)

হুর কতক্ষণ আকৃষ্ট থাকবে?

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। হজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَتَحَتْ لَهُ الْجَنَانُ وَكُشِفَ الْحُجُبُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ رَبِّهِ وَاسْتَقْبَلَهُ الْخُورُ مَا لَمْ يَتَمَخَّطْ أَوْ يَتَنَحَّمْ -

অর্থ : যখন কোনো মুসলমান নামাজে দাঁড়ায় তখন তার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হয় এবং তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা সরিয়ে দেয়া হয় এবং হর তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে যতক্ষণ না সে থু থু ফেলে বা নাক না ঝাড়ে। (কেননা হর ওই সমস্ত পচা গান্ধা থেকে পবিত্র।)

(আলবাদুরুস সাফিরা: হাদীস নং-২০৫৯)

হরগণ ভোর পর্যন্ত প্রতিক্ষায় থাকবে

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

مَنْ بَاتَ لَيْلَةً فِي خِفَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ يُصَلِّي تَذَارَكَتْ عَلَيْهِ حَوَارِي الْحُورِ الْعَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি অল্প খাবার খেয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে সারারাত অতিবাহিত করে সকাল পর্যন্ত ‘হরে ঈন’ তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। (এই কথা ভেবে যে, হযরত আল্লাহ তা’আলা তার সাথে আমার বিবাহ দিবে)।

(আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৬০)

আযান শেষে দু’আর মাঝেও হরে ঈনকে চাওয়া

হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত রহ. বলেন, আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, যখন আযান দেয়া হয় কিন্তু মানুষ এই দু’আ-

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبْتِغَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَزَوْجِنَا مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ.

না পড়ে; তাহলে হরে ঈন বলতে থাকে যে, তোমাকে কোন জিনিস আমার প্রয়োজন বিমুখ করে দিয়েছে। (আলবাদুরুস সাফিরা: হাদীস নং-২০৫৮)

ফায়দা : উপরে আরবি দু’আর মর্মার্থ এরকম যে, হে আল্লাহ! ওই কবুল এবং মাকবুল দাওয়াতের রব হযরত মুহাম্মদ সা. এবং তার পরিবারগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন। এবং আমাদেরকে হরে ঈনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করুন।

দ্বিতীয় ফায়দা : আযানের পর যে প্রসিদ্ধ দু'আ আছে তা পড়ার পর ইহা পড়তে হবে; কেননা এই দু'আর মাঝে অতিরিক্ত একটি নিয়ামত তথা হরের কথা রয়েছে। যদি এই দু'আ মুখস্থ না থাকে তাহলে প্রসিদ্ধ দু'আটি পড়ে নিজের ভাষায় হরের জন্য দু'আ করে নিবে।

হরের পক্ষ থেকে বিবাহের দাওয়াত

হজুর (সা.) মি'রাজ থেকে এসে হরের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেন,

وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَبِينَهَا كَالْهَيْلِ فِي طُولِ الْبَدْرِ مِنْهَا أَلْفٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا فِي رَأْسِهَا مِائَةُ صَفِيرَةٍ مَا بَيْنَ الصَّفِيرَةِ وَالصَّفِيرَةِ سَبْعُونَ أَلْفَ ذَوَابَّةٍ وَالذَّوَابَّةُ أَضْوَأُ مِنَ الْبَدْرِ مُكَلَّلٌ بِالذَّرِّ وَصُفُوفِ الْجَوَاهِرِ فِي جَبِينِهَا سَطْرَانِ مَكْتُوبَانِ بِالذَّرِّ الْجَوْهَرِ فِي السَّطْرِ الْأَوَّلِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" وَفِي السَّطْرِ الثَّانِي؛ مَنْ أَرَادَ مِثْلِي فَلْيَعْمَلْ بِطَاعَةِ رَبِّي؛ فَقَالَ لِي جِبْرَائِيلُ يَا مُحَمَّدُ! هَذِهِ وَأَمْثَالُهَا لِأُمَّتِكَ فَأَبْشُرْ يَا مُحَمَّدُ! وَبَشِّرْ أُمَّتَكَ وَأَمْرُهُمْ بِالْإِجْتِهَادِ.

অর্থ : আমি তাদের কপালকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় লম্বা দেখেছি। যার লম্বার পরিমাণ এক হাজার ত্রিশ হাত সমপরিমাণ ছিলো। এবং তার মাথায় শত খোঁপা ছিলো। দুই খোঁপার মাঝে সত্তর হাজার কেশগুচ্ছ রয়েছে এবং প্রত্যেক কেশগুচ্ছ পূর্ণিমার চাঁদের থেকেও বেশি উজ্জ্বল ছিলো। মোতির মুকুট পরিহিত ছিলো। এবং ক্রমাগতভাবে জাওহারের উজ্জ্বলতা তার কপালে পরতে ছিলো। জাওহারের সাথে দুটি লাইন লেখা ছিলো, ১. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ২. “যে ব্যক্তি আমার মতো হরের আশা করে সে যেনো তার রবের আনুগত্য করে।” অতঃপর জিবরাঈল আ. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মদ! এগুলো এবং এর মতো যা আছে সব

আপনার উম্মতের জন্য। আপনিও খুশি থাকুন এবং আপনার উম্মতকেও সুসংবাদ শুনিতে দিন। এবং তাদেরকে নেক কাজে মনোনিবেশ করার আদেশ দিন। (তায়কিরাতুল কুরতুবী; ২/৪৭৭)

জান্নাতীদের জন্য হ্রদের প্রার্থনা

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ الْخُورَ الْعَيْنَ لَأَكْثَرُ عَدَدًا مِنْكُمْ يَدْعُونَ لِأَزْوَاجِهِنَّ اللَّهُمَّ أَعْنُهُ عَلَى دِينِكَ وَأَقْبِلْ قَلْبَهُ عَلَى طَاعَتِكَ وَبَلِّغْهُ إِلَيْنَا بِقُرْبِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

অর্থ : হ্রের সৈন পরিমাণে অনেক বেশি। সে তার স্বামীর জন্য এই দু'আ করে যে, হে আল্লাহ! আমার স্বামীর দ্বীনের (নেক কাজের) ব্যাপারে সহযোগিতা করুন। এবং তার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে দিন। হে উত্তম দয়ালু! আপনার বিশেষ নৈকট্যের মাধ্যমে তাকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিন। (তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৫, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৫৪)

হ্রের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُحْبَرُ وَتُزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا الْمَسِيرَةُ فَتُصْفِقُ لَهَا أَوْرَاقُ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ وَحُلُقُ الْمَصَارِعِ فَيَسْمَعُ لَذَائِكَ طَنِينٌ لَمْ يَسْمَعْ السَّامِعُونَ أَحْسَنَ مِنْهُ فَتَبَرَّزَ الْخُورُ الْعَيْنُ حَتَّى يَقْعْنَ بَيْنَ شَرْفِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِيَنِ هَلْ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى اللَّهِ

فَيَرْوِجُهُ اللَّهُ؟ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا رِضْوَانُ! اِفْتَحْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ وَيَا مَالِكُ! اغْلِقْ بَابَ الْجَحِيمِ۔

অর্থ : রমজান মাসকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতকে সুশোভিত এবং সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর রমজানের প্রথম রজনীতে আরশের নিচ থেকে এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হয় যার নাম ‘মাছিরাহ’। যার কারণে জান্নাতের গাছের পাতাগুলো এবং দরজার শিকল হেলতে থাকে। তার দ্বারা এমন মনোমুগ্ধকর আওয়াজ প্রকাশ পায় যা শ্রবণকারী কখনো শ্রবণ করেনি। হরে ঈন জান্নাতের কিনারা থেকে বলতে থাকবে, কেউ কি আছে যে আমাদের সাথে বিবাহ করতে আল্লাহ তা’আলার নিকট প্রস্তাব দিবে? রমজান মাসে আল্লাহ তা’আলা আদেশ করেন, হে রিজোয়ান! (জান্নাতের দায়িত্বশীল) জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দাও। এবং হে মালিক! (দোযখের দায়িত্বশীল) মাহে রমজানের সম্মানে) দোযখের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দাও। (আলবাদূরুস সাপিরা: হাদীস নং ২০৫৫)

হরগণ জান্নাতিকে স্বাগত জানাবে

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাছীর রহ. বর্ণনা করেন, হরে ঈন জান্নাতের দরজায় তার স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করবে। এবং সুমিষ্ট কবিতার মাধ্যমে তারা বলতে থাকবে, আমরা আপনার জন্য বহুকাল থেকে অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা সর্বদায় সন্তুষ্ট থাকবো কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমরা সর্বদায় জান্নাতে থাকবো কখনো জান্নাত থেকে বের হবো না। আমরা সর্বদায় জীবিত থাকবো কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। এবং ইহাও বলবে, আপনি আমার প্রিয়তম আর আমরা আপনার প্রিয়তমা। আমরা সর্বদায় আপনার জন্যই থাকবো। আমাদের নিকট আপনার মতো আর কেউ নেই। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ২৬২, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৬)

স্বামীর সাক্ষাতের জন্য হরদের আগ্রহ

হযরত ইবনে আবিল হাওয়ারী বলেন, জান্নাতি রমণীদের মধ্য থেকে একজন তার খাদেমকে বলবে, তুমি গিয়ে দেখো তো অলির (আমার

স্বামী) কি অবস্থায় আছে? সে সংবাদ আনতে দেরি করলে অন্য আরেকজন খাদেম পাঠাবে খবর জানার জন্য। সেও আসতে দেরি করলে অন্য আরেকজন খাদেম পাঠাবে সংবাদ পাওয়ার জন্য। অতঃপর প্রথম খাদেম এসে সংবাদ দিবে আমি তাকে মীযানের সামনে রেখে এসেছি। তারপর দ্বিতীয় জন এসে বলবে, আমি তাকে পুলসিরাতের নিকটে রেখে এসেছি। অতঃপর তৃতীয় জন এসে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। অতঃপর সে হুর আনন্দে উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য জান্নাতের দরজায় এসে তার স্বামীর সাথে আলিঙ্গন করবে। এবং জান্নাতে চিরস্থায়ী বসবাসকারী হুরের সুঘাণ ওই জান্নাতির নাকে প্রবেশ করবে। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩৪৯)

হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُصْبِحُ صَائِمًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَسُبِحَتْ
أَعْضَاؤُهُ وَاسْتَغْفِرَ لَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا
أَضَاءَتْ لَهُ السَّمُوتُ نُورًا وَقُلْنَ أَرْوَاجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ
إِلَيْنَا قَدْ اسْتَقَيْنَا لِرُؤُوسِهِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি রোজা রাখে তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর যদি সে তাসবীহ পাঠ করে আসমানবাসীরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর যদি সে নফল নামাজ আদায় করে আসমান আলোকিত হয়ে যায় এবং হুরে ঈন তার জন্য দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে আমার নিকটে এনে দিন যাতে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। (মু'জামে তবরানী ছগীর : ২/২৬, আলবাদুররুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৫৩)



পূর্বসূরীদের হরের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ

হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর বাণী

হযরত রবিআ বিন কুলসুম (রহ.) বলেন, হযরত হাসান বসরী দেখলো যে, তার আশপাশে আমরা যুবকরা বসে আছি তখন তিনি বললেন, হে যুবকেরা! তোমাদের কি জান্নাতী হরের আগ্রহ এবং চাহিদা নেই? তাদের সাথে মিলার জন্য নেক আমল করো। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩০৮, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৫)

হযরত আবু হামযার অবস্থা

হযরত আহমদ বিন আবিল হাওয়ারি রহ. বলেন, আমাকে হায়রামী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি এবং হযরত আবু হামযা রহ. ছাদে ঘুমিয়ে ছিলাম। তো আমি তাকে দেখলাম সারারাত পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি রাতে ঘুমাওনি? সে বলল, যখন আমি রাতে শুয়ে ছিলাম আমার সামনে এক হর দেখা গেলো কেমন জানি আমি অনুভব করলাম যে, তার চামড়া আমার চামড়ার সাথে স্পর্শ করলো। (হযরত আহমাদ বিন আবিল হাওয়ারি রহ.) বলেন, আমি তার আলোচনা হযরত আবু সুলাইমান (রহ.)-এর নিকট করলাম তখন সে বললো, সে হরের সাক্ষাতের আগ্রহী ছিলো। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩০৯, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৫)

হরের ঝলক

হযরত ইয়াযিদ রুকাসী রহ. বলেন, আমার নিকট হাদীস পৌছেছে যে, জান্নাতে এক নূরের ঝিলিক উঠবে। উপস্থিত লোকদের মাঝে একজন

জিজ্ঞেস করবে, এটা কিসের বিলিক? উত্তরে বলা হবে, এক হুর তার স্বামীর চেহারা দেখে মুচকি হেসেছে। হযরত সালাহ রহ. বলেন, এই ঘটনা শ্রবণ করে এক যুবক চিৎকার করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে। (সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া: ৩০৯, হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ৩০৫)

তাসবীহ দ্বারা জান্নাতের গাছে ফুল ফোটে

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাছীর রহ. বলেন, হুরে ঈন তাসবীহ পাঠ করলে জান্নাতের প্রতিটি গাছে ফুল উৎপন্ন হয়। (হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ৩০৬)

চিত্তবিনোদনকারী হুর

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَاءَ يُقَالُ لَهَا لَعْبَةٌ لَوْ بَرَّقَتْ فِي الْبَحْرِ لَعَذِبَ مَاءُ الْبَحْرِ كُلُّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى نَحْرِهَا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلِي فَلْيَعْمَلْ بِطَاعَةِ رَبِّي.

অর্থ : জান্নাতে এক হুর আছে যার নাম “লায়িবা”। সে যদি সমুদ্রের মাঝে থুথু ফেলে তাহলে সমুদ্রের সমস্ত পানি সুমিষ্ট হয়ে যাবে। তার বক্ষদেশে লেখা রয়েছে। “যে ব্যক্তি আমার মতো হুর পেতে চায় সে যেনো তার মাওলার আনুগত্য করে। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩০৫ তযকিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৭৭)

ফায়দা : হাফেজ ইবনে কাইয়ুম রহ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, উক্ত হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও রয়েছে যে, জান্নাতের সমস্ত হুরেরা ওই হুরের সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধ এবং তার কাঁধের উপর হাত মেরে বলে, হে লায়িবা! যদি তোমার আশেকেরা তোমার ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে তারা তোমাকে পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করবে।

(হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৫)

হুরদের রূপ-সৌন্দর্য দেখেই মারা যাবে

হযরত আতা সালাম রহ. হযরত মালেক ইবনে সীনার রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, হে আবু ইয়াহইয়া! আমাকে নেক আমল করার এবং জান্নাতে

যাওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করুন। (তিনি বললেন, হে আতা! জান্নাতে একপ্রকার হর আছে, যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবিত থাকাকে স্থায়ী না করতেন তাহলে সেই হরের সৌন্দর্যে জান্নাতি মারা যেতো। সুতরাং, হযরত আতা রহ. হযরত মালেক রহ. এর এই কথা শুনে চল্লিশ বছর পর্যন্ত চিন্তায় ছিলেন। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩০৬, তাজকিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৭৭, হাদিউল আওয়াহ : পৃ. ৩০৫)



হরদের আশায় ইবাদতকারীদের ঘটনা

একটি ঘটনা

হযরত আবু সুলাইমান দারানী রহ. বর্ণনা করেন, ইরাকে এক ইবাদতগুয়ার যুবক ছিলো। সে একদা তার বন্ধুর সাথে মক্কায় সফরে বের হলো। যখনই কাফেলা কোথাও অবস্থান করতো সে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতো। যখন তারা খানা খেতো সে রোজা রাখতো। সফরে আসা যাওয়ার মাঝে তার বন্ধু চুপ ছিলো কিন্তু যখন পৃথক হওয়ার সময় হলো তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, আমাকে বলো, কোন জিনিস তোমাকে এতো বেশি ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করেছে? সে বললো, আমি স্বপ্নে জান্নাতের মহলসমূহের একটি মহল দেখেছি; যার এক ইট সোনার এবং এক ইট রূপার। যখন তার নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হলো তার এক গম্বুজ যবরযদের এবং এক গম্বুজ ইয়াকুতের এবং এই দুই গম্বুজের মাঝে হরের মধ্য থেকে এক হর তার চুল খুলা অবস্থায় দাঁড়ানো ছিলো। সে রূপার পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলো। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, “হে নফসের পূজারী! আল্লাহ তা’আলার নিকট আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করো। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পদ্ধতিতে সুসজ্জিত হয়ে তৈরি থাকি।” সুতরাং তুমি যে আমার ইবাদতের এই পরিশ্রম দেখছো এটা হরকে পাওয়ার জন্য।

(সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া: ৩৫২)

হর চাওয়াতে কোনো তিরস্কার নেই

হযরত সুফিয়ান সওরী রহ. খুব ভয় এবং অধিক মুজাহাদার মাঝে থাকতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো— হযরত আপনি যদি মুজাহাদা একটু

কমিয়েও দেন তবুও উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। উত্তর বললেন, আমি কেন পরিপূর্ণ চেষ্টা করবো না? আমি শুনেছি যে, “জান্নাতবাসীরা জান্নাতে থাকা অবস্থায় জান্নাতে একটি নূর প্রকাশ পাবে এবং তার আলোর তেজস্বীতায় পুরো আট জান্নাত আলোকিত হয়ে যাবে এবং তারা ধারণা করবে এটা আল্লাহ তা’আলার নূর প্রকাশিত হয়েছে। সাথে সাথে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। তখন এক ঘোষক ঘোষণা দিবে যে, তোমরা মাথা উঠাও! এটা ওই নূর নয় যা তোমরা ধারণা করেছো বরং এটা জান্নাতি এক হরের চেহারার নূর যে তার স্বামীর সাথে মুচকি হাসার কারণে প্রকাশ পেয়েছে।”

প্রিয় ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি সুন্দরী হরের জন্য চেষ্টা করবে তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলাকে অব্বেষণ করে তার জন্য আবার তিরস্কার কিসের!

অতঃপর তিনি কবিতা পাঠ করেন—

ماضٍ من كانت الفردوس منزلاً ماذا تحل من يؤس واقتار
 تراه يمشى نحيلاً خائفاً وجلاً إلى المساجد يمشى بين الخمار
 يأنفس مالك من صبر على النار قد حان ان تقبلي من بعد ادبار

অর্থ : যার ঠিকানা জান্নাতুল ফেরদাউস হবে তার কোনো ক্ষতি নেই, চাই সে যতই কষ্ট এবং মুসিবত সহ্য করুক।

তুমি তাকে হালকা পাতলা ভীত-সঙ্কস্ত অবস্থায় মসজিদের দিকে যেতে দেখবে যে, সে চাদর পরিহিত অবস্থায় দৌড়াচ্ছে।

হে নফস! তোর তো আগুন সহ্য হবে না। এখন সময় এসেছে, দুর্ভাগ্যতার দুয়ার থেকে সৌভাগ্যের দুয়ারে এসে যাওয়ার। (রওজুর রায়্যাহীন)

হর অব্বেষণকারী একজন বুয়ুর্গের ঘটনা

হযরত আবু সুলাইমান দারাই রহ, এরশাদ ফরমান, আমি এক সময় তাজরীদের সাথে হজ্জের জন্য রওনা হলাম। রাস্তায় চলতে ছিলাম

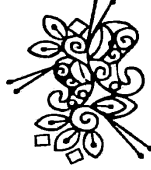
এমতাবস্থায় এক যুবককে দেখতে পেলাম সে তার কাফেলার সাথে একই নিয়তে চলতেছে। কোরআন তেলাওয়াত করতেছে এবং যখন কাফেলা কোনো স্থানে অবস্থান করে সে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। আর এগুলো সে রোজা থাকা অবস্থায় করতেন। রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতো। আর এ অবস্থায় সে মক্কায় পৌঁছলো। অতঃপর সে আমার থেকে পৃথক হতে চাইলো। আমি তাকে বললাম, হে যুবক! কোন জিনিস তোমাকে এই পরিমাণ কষ্ট সহ্য করার প্রতি উৎসাহিত করেছে? সে বললো, হে আবু সুলাইমান! আমাকে ভর্ৎসনা করিও না।

আমি একবার স্বপ্নে জান্নাতে একটি মহল দেখেছি যার এক ইট সোনা এবং অপর ইট রূপার দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। তদ্রূপ তার বালাখানাগুলো। তার মাঝে এক হর ছিলো যার রূপ লাবণ্য এবং উজ্জ্বলতা এমন ছিলো যা কেউ কখনো দেখেনি। তার চুল খোলা অবস্থায় ছাড়া ছিলো। একজন আমাকে দেখে মুচকি হাসলো যার দ্বারা পুরা জান্নাত আলোকিত হয়ে গিয়েছে। সে বললো, হে যুবক! আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টি ও মুজাহাদা করতে থাকো যাতে আমি তোমার হয়ে যাই এবং তুমি আমার হয়ে যাও। অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম। আর এটাই আমার অবস্থার কারণ। হে আবু সুলাইমান! আমার ইচ্ছা আমি চেষ্টি করতে থাকবো। কেননা যে চেষ্টি করে সেই কৃতকার্য হয়। তুমি যে আমার চেষ্টি মুজাহাদা দেখছো তা একটি হর পাওয়ার জন্য।

আমি তাকে আমার জন্য দু'আ করতে বললাম এবং আমি তার সাথে বন্ধুত্ব করলাম। এভাবেই সে আমার থেকে পৃথক হয়ে গেলো।

হযরত আবু সুলাইমান বলেন, আমি আমার নফসকে তিরস্কার করে বললাম, হে নফস! জাগ্রত হও এবং এই সুসংবাদ শুনে রাখো! যখন একজন হরকে পাওয়ার জন্য এতো মুজাহাদা করতে হয় তাহলে সেই হরের সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার জন্য কি পরিমাণ মেহনত এবং মুজাহাদা করা প্রয়োজন!

হযরত ইমাম রাফিঈ রহ. উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এই স্বপ্নগুলো আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দারা দেখে থাকেন। তা আল্লাহ তা'আলার গোপন ভেদ যা তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে অন্তরের আয়নায় প্রকাশ করে থাকেন। এটা তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। যাতে করে তারা চেষ্টায় আরো উন্নতি করে এবং পরহেজগারীর মাঝে আরো সুদৃঢ় থাকে। তারা আমাদের মতো না যে, আমরা অপরকে উপদেশ দিয়ে থাকি কিন্তু নিজে তা আমল করি না।



জান্নাতী হর পাওয়ার আমলসমূহ

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা হর মিলবে

হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ
الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي أَيْ الْحَوَارِ شَاءَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করে অথচ সে তা প্রয়োগ করতে সক্ষম।
আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকাতের সামনে ডাকবে
এবং তাকে স্বাধীনতা দিবে যে, সে হরের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নিতে
পারবে। (মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪৪০, তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং-২০২২, ৩৪৯৫,
আবু দাউদ : হাদীস নং-৪৭৭৭, ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪১৮৬)

হর পাওয়ার তিনটি আমল

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ فِيهِ وَاحِدَةٌ زَوْجٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ رَجُلٌ اِئْتَسَنَ عَلَى أَمَانَةٍ
خَفِيَّةٍ شَهِيَّةٍ فَأَدَّاهَا مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ عَفَى عَنْ قَاتِلِهِ وَرَجُلٌ
قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

অর্থ : যার মাঝে তিনটি আমলের কোনো একটি আমলও থাকবে তাকে
হরে-ঈনের সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

১. যার নিকটে প্রয়োজনে গোপনে কেউ আমানত রেখেছে আর সে
আল্লাহর ভয়ে সেটা আদায় করে দেয়।

২. ওই ব্যক্তি যে হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়।

৩. যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর সূরায়ে ইখলাছ পুরো তেলাওয়াত করে। (আলবাদূরুস সাফিরা: হাদীস নং-২০৪২)

ফায়দা : উপরোক্ত আমল যে যতো বেশি করবে সে ততো বেশি হরের অধিকারী হবে।

রমজানের প্রত্যেক রোজার বিনিময়ে একশত হর

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ الْجَنَّةَ تُتَزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِنَّ الْحَوْرَ لَتُتَزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ سُكَّانًا وَيَقْلَنْ الْحَوْرُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تُقَرُّ أَعْيُنُنَا بِهِمْ تَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَامَ نَفْسُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَزِرْ فِيهِ مُؤْمِنًا بِبُهْتَانٍ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ خَطِيئَةً زَوَّجَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِائَةً حَوْرَاءَ وَبُنَى لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ لَوْلٍ وَيَأْقُوتٍ وَزَبْرُجَدٍ لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا جُعِلَتْ فِي هَذَا الْقَصْرِ لَكَانَ مِنْهَا كَمِيرُ بَطٍ عَنَزٍ فِي الدُّنْيَا)۔

অর্থ : জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রজমান মাসের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত করা হয়। এমনিভাবে হরকেও রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুসজ্জিত করা হয়। জান্নাত বলতে থাকে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার নেক বান্দার জন্য জান্নাতের একটি অংশ নির্ধারণ করে দিন। এবং হরগণও দু'আ করতে থাকে হে আল্লাহ! আপনি আপনার নেক বান্দার মধ্যে কাউকে আমাদের স্বামী হিসেবে

নির্ধারণ করে দিন। যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হবে এবং আমাদের দেখে তাদের চক্ষু শীতল হবে। হুজুর (সা.) বলেন, (যে ব্যক্তি রমজান মাসের রোজা রাখে তথা খানা-পিনা, কোনো মুমিন বান্দার প্রতি অপবাদ এবং রোজা রাখা অবস্থায় গুনাহ থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রতি রাতে একশত হরের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেন। এবং তার জন্য জান্নাতে মোতি, ইয়াকূত এবং যবরযদ পাথরের এমন মহল নির্মাণ করেন যদি পুরা দুনিয়াকে ওই মহলের মাঝে রাখা হয় তাহলে দুনিয়ার মাঝে একটি ছাগল রাখার মতো মনে হবে। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৪৭, ইবনে আসাকির)

অজীফার পুরস্কার

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ-

অর্থ : তার নিকটেই আসমান এবং জমিনের চাবিসমূহ।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উছমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা হুজুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আসমান এবং জমিনের চাবি কি?

রাসূল (সা.) বলেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ عَشْرَ مَرَّاتٍ أُحْرِرَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَيُعْطَى قِنْطَارًا مِنَ الْجَزْرِ وَيُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَبِرَّوَجٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ طَبَعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَوَّلِ وَالْأَخِرِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

অর্থ : যে ব্যক্তি উক্ত দু'আটি সকালে দশবার পাঠ করবে তাকে শয়তান এবং তার সৈন্যবাহিনী থেকে রক্ষা করা হবে। এবং তার প্রতিদানের এক বিরাট অংশ তাকে দেয়া হবে। জান্নাতে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এবং তার সাথে হুরে ঈনকে বিবাহ দেয়া হবে। এবং ওই দিন যদি সে মারা যায় তাহলে তার উপর শাহাদতের হুকুম লাগানো হবে। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৪৮)

সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাধাদানকারীর প্রাপ্ত হুরে ঈনের শান-শওকত

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَاءَ يُقَالُ لَهَا الْعَيْنَاءُ إِذَا مَشَتْ مَشَى حَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيفٍ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا كَذَلِكَ وَهِيَ تَقُولُ آيْنَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟

অর্থ : জান্নাতে একটি হুর আছে যার নাম 'আইনা'। যখন সে চলতে থাকে তার ডানে এবং বামে সত্তর হাজার করে খাদেম সাথে থাকে। সে বলতে থাকবে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধাদানকারীরা কোথায়? (অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধাদানকারীকে সেই হুর দেয়া হবে।) (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৪৯, তাযকিরাতুর কুরতুরী : ২/৪৭৭)

যদি হুর চাও তাহলে এই আমলগুলো করো

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন (রহ.) বলেন, আমি একদা হজ্জের জন্য গেলাম। একদা মক্কা মুকাররমার বাজারে ঘুরাফেরা করতেছিলাম, দেখতে

পেলাম একজন বৃদ্ধ লোক একজন বাঁদীর হাত ধরে বলতেছে, কেউ কি কোনো বাঁদী নিবে? কারো কি এই বাঁদীর আশ্রয় আছে? কেউ কি বিশ দিরহামের বেশি দিতে পারবে? তবে এই বাঁদীর মাঝে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি থাকে তা আমার জিম্মায় নয়। (বাঁদীটির রং পরিবর্তিত ছিলো এবং চিকন ছিলো; কিন্তু তার চেহারা থেকে নূর প্রকাশিত হইতে ছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, মূল্য তো বাঁদীর জানা হলো; কিন্তু তার মাঝে দোষটা কি? সে বললো, এই বাঁদীটি পাগল এবং সর্বদায় চিন্তিত থাকে। রাতে ইবাদত করে এবং দিনে রোজা রাখে। খানা-পিনা কিছুই করে না। সর্বদায় একা থাকতে অভ্যস্ত। কথাগুলো শুনে আমার অন্তরে তার প্রতি আশ্রয়ের সৃষ্টি হলো। অতঃপর আমি তাকে ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে গেলাম। বাঁদীর মাথা ঝুঁকানো ছিলো। অতঃপর সে মাথা উঁচু করে বললো, হে আমার ছোট মনিব! আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন। আপনি কোথায় থাকেন? আমি বললাম, আমি ইরাকে থাকি। সে বললো, কোন ইরাক! বসরা না কূফা? সে আরো বললো, হয়তো আপনি ইসলামের শহর বাগদাদে থাকেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, বাহু ওটা তো আবেদ (ইবাদতকারী) এবং যাহেদদের (দুনিয়া বিরাগী) শহর। আমি আশ্চর্য হলাম, বাঁদী তো ঘরে থাকে এবং এক ঘর থেকে অন্য ঘরে আসা যাওয়া করে; কিন্তু সে আবেদ এবং যাহেদদের খবর কিভাবে জানে। তারপর আমি তার দিকে আবার মনোনিবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বুয়ুর্গদের মধ্য থেকে কার কার পরিচয় জানো? সে বললো, আমি মালেক ইবনে দীনার বিশরে হাফি, ছালেহ মুযানী; আবু হাতেম সিজিসতানী, মারুফ কারখি, মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন বাগদাদী, রাবিয়া, আদরিয়া, সিওয়ানা মায়মুনা এই বুয়ুর্গদের পরিচয় জানি। আমি বললাম, ওই বুয়ুর্গদেরকে তুমি কিভাবে চিন? বাঁদী বললো, হে যুবক! কিভাবে আমি তাদেরকে চিনবো না? আল্লাহর কসম! তারা তো অন্তরের ডাক্তার এবং তারা তাদের মাহবুবদেরকে রাস্তা দেখায়। আমি বললাম, আমি মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন। সে বললো, আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম যেনো তিনি আমাকে আপনার সাথে মিলিয়ে দেয়। আপনার ওই আওয়াজ যার দ্বারা মুরীদদের অন্তর জীবিত করে এবং শবণকারীদের চোখে অশ্রু

প্রবাহিত করে উহা কিভাবে? আমি বললাম, এটা নিজের অবস্থার উপর। সে বললো, আমাকে কুরআন শরীফের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাও। আমি ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ পড়লাম আর সে চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলো। আমি তার মুখে পানির ছিটা দিলাম আর হুঁশ ফিরে আসলো। সে বললো, এটা তার নাম। কি অবস্থা হবে যদি আমি তাঁর পরিচয় জানি এবং জান্নাতে তাকে দেখি? আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন। আপনি আরো তেলাওয়াত করুন। আমি এই আয়াত পড়লাম—

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔

(তারা কি ধারণা করে! যারা গুনাহ করে আমি তাদেরকে ঈমানদার এবং সৎকর্ম সম্পাদনকারীদের বরাবর করে দিবো? তাদের জীবন এবং মৃত্যু বরাবর? কাফেররা যে হুকুম লাগায় তা খুবই খারাপ। সে বললো, হে আবি আব্দুল্লাহ! আমি কোনো ভূতের পূজা করিনি। এবং অন্য কোনো মা’বুদ গ্রহণ করিনি। আপনি পড়তে থাকুন। আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন। অতঃপর আমি এই আয়াত তেলাওয়াত করলাম—

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔

(আমি অত্যাচারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। তার আশপাশে আগুনের তাঁবু হবে। যখন সে পানি চাইবে গলিত তামার মতো গরম পানি দেয়া হবে যা তার চেহারা ঝলসে দিবে। তার পানিও খারাপ হবে এবং অবস্থানের জায়গাও খারাপ হবে।)

সে বললো, হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আপনার নফসের সাথে নৈরাশ্যকে আবশ্যক করে নিয়েছেন। আপনি আপনার নফসকে আশা এবং ভয়ের মাঝে শান্তিতে রাখেন। আরো তেলাওয়াত করুন। আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন। অতঃ আমি তেলাওয়াত করলাম—

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ مُّضَاجِكُهُ مُّسْتَبْشِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (কিছু চেহারা কিয়ামতের দিন হাস্যোজ্জ্বল হবে। কিছু চেহারা তরুতাজা তার প্রতিপালককে দেখবে।)

সে বলল, তার সাথে আমার মিলনের কতইনা আকাঙ্ক্ষা থাকবে যেদিন তিনি তার বান্দাদের সামনে প্রকাশ হবেন। আরো তেলাওয়াত করুন! আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন। অতঃপর আমি তেলাওয়াত করলাম-

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ -

(তাদের কাছে ঘুরাফেরা করবে চির কিশোরেরা। পান পাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে।)

সে বললো, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি বুঝেছি আপনি হরের সংবাদ দিচ্ছেন এবং কিছু তার মহরের জন্যও খরচ করেছেন। আমি বললাম, হে বাঁদী তুমি বলে দাও সেটা কি জিনিস? আমি একেবারেই দরিদ্র। সে বললো, নিজের উপর রাত্রি জাগরণকে আবশ্যক করে নাও। এবং সর্বদায় রোজা রাখতে থাকো। আর ফকির মিসকীনদের সাথে ভালোবাসা রাখো। অতঃপর সেই বাঁদী বেহুঁশ হয়ে গেলো। আমি তার চেহারায় পানির ছিটা দিলাম। তার হুঁশ ফিরে আসলে পুনরায় মুনাজাত করতে করতে আবার বেহুঁশ হয়ে গেলো। আমি নিকটে গিয়ে দেখতে পেলাম সে মৃত্যুবরণ করেছে। তাতে আমার খুব দুঃখ হলো। অতঃপর আমি বাজারে তার কাফন দাফনের সামানা আনার জন্য গেলাম। ফিরে এসে দেখি সে কাফন পরিহিতা অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো আছে এবং তার উপরে জান্নাতি দুটি সবুজ কাপড় বিছানা আছে। কাফনের উপরে দুই লাইনে লেখা আছে-

প্রথম লাইন- لا اله الا الله محمد رسول الله

দ্বিতীয় লাইন- اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

আমি আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে জানাযার নামাজ আদায় করে দাফন করে দিলাম। আমি চিন্তিত এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসলাম। অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখতে

পেলাম ওই বাঁদী জান্নাতি অলংকার পরিহিতা অবস্থায় জাফরানের সিংহাসনে। চিকন এবং মোটা রেসমের বিছানায়। মাথায় মুকুট যা মূল্যবান মোতি এবং জাওহার দ্বারা খচিত। পায়ে লাল ইয়াকুতের জুতা। তার থেকে মেশক আশ্রয়ের সুঘ্রাণ বিকশিত হচ্ছে। তার চেহারা চন্দ্র এবং সূর্য থেকেও বেশি উজ্জ্বল। আমি বললাম, থামো! কোন আমল তোমাকে এই মর্যাদায় সমাসীন করেছে? সে বললো, ফকির মিসকীনের মুহাব্বত, অধিক পরিমাণে ইসতেগফার, মুসলমানের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলার কারণ আমার এই মর্যাদা মিলেছে। (রওজুর রায়্যাহীন)

হরের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহ প্রদান

শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ বলেন, একদা আমার পিণ্ডলীতে অনেক ব্যথা দেখা দিল। যার কারণে আমার নামাজ পড়তে অনেক কষ্ট হত। এক রাতে আমার ব্যথার পরিমাণ আরো বেড়ে গেলো। আমি খুব কষ্টের সাথে নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর আমি চাদর মুড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম একজন সুন্দরী লাভণ্যময়ী মেয়ে অপর সুন্দরী মেয়েদেরকে নিয়ে নাচের চঙে আমার নিকটে এসে বসে গেলো। আর যারা তার সাথে ছিলো তারাও তার পিছে বসলো। সে তাদের একজনকে বললো, তাকে সাবধানে উঠাও যাতে জাঘ্রত হয়ে না যায়। তারা সকলেই আমাকে উঠালো। এগুলো সব আমি স্বপ্নে দেখতে ছিলাম। এবং মেয়েটি তার বিশেষ লোকদেরকে বললো, তার জন্য নরম নরম বিছানা বিছাও এবং উপযুক্ত জায়গায় বালিশ রেখে দাও। তাৎক্ষণিক উপর এবং নিচে তারা সাতটি বিছানা বিছালো, যা আমি জিন্দীগীতে কখনো দেখিনি। বিছানার উপর অপরূপ সুন্দর সবুজ রঙ্গের বালিশ রাখলো। এবং সে আদেশ করলো তাকে ওই বিছানার উপর শুয়িয়ে দাও। তবে খেয়াল রেখো! সে যেনো জেগে না ওঠে। তারা আমাকে ওই বিছানার উপর শুয়িয়ে দিলো আর আমি তা দেখতে ছিলাম এবং কথাগুলোও শুনতে ছিলাম। এবং সে বলল, তার চার দিকে রকমারি ফুল রেখে দাও। সাথে সাথে তারা বিভিন্ন প্রকারের ফুল রাখলো। অতঃপর সে আমার নিকটে আসলো এবং আমার ব্যথার জায়গায় তার হাত ঘুরালো এবং বললো, উঠো, নামাজ পড় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সুস্থতা দান করুন। একথা

বলার সাথে সাথে আমি জাগ্রত হলাম এবং আমি নিজেকে পরিপূর্ণ সুস্থ দেখতে পেলাম। মনে হলো আমি কখনো অসুস্থই ছিলাম না। আজ পর্যন্ত আমি আর কখনো অসুস্থ হয়নি। এখন পর্যন্ত তার কথা “উঠো, নামাজ পড়, আল্লাহ তা’আলা তোমাকে সুস্থতা দান করুন” এর মজা এবং মিষ্টতা অনুভব করি। (রওজুর রায়্যাহীন)

এক বুয়ুর্গের হ্র দেখার ঘটনা

একজন সৎ ব্যক্তি চল্লিশ বছর যাবৎ ইবাদত করত। একদা তার আল্লাহর ভালোবাসায় অবস্থার পরিবর্তন হলো। সে আল্লাহকে বললো, হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য জান্নাতে যা কিছু প্রস্তুত করেছেন এবং যে পরিমাণ হ্র সৃষ্টি করেছেন তা থেকে দুনিয়াতে আমাকে কিছু দেখান। মুনাযাত শেষ হতে না হতেই মেহরাব ফেটে এমন এক অপরূপা সুন্দরী হ্র বের হয়ে আসলো, যদি সে দুনিয়াতে আসে তাহলে মানুষের জ্ঞান শূন্য হয়ে পাগল হয়ে যাবে। আমি বললাম, তুমি কে? মানুষ নাকি পরী? সে আরবিতে কিছু কবিতা পাঠ করলো যার মর্মার্থ এরকম— “তুমি মাওলার নিকট যা চেয়েছো তা তোমার অর্জন হয়েছে, আমাকে আল্লাহ তা’আলা পাঠিয়েছেন যাতে আমি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারি। এবং সারা রাত তোমার সাথে কথা বলতে পারি।” আবেদ বললো, তুমি কার জন্য? সে বললো, তোমার জন্য। আবেদন বললো, তোমার মতো কতজন মিলবে? সে বললো, একশত। এবং প্রত্যেক হ্রের জন্য একশত খাদেমা এবং প্রত্যেক খাদেমার জন্য একশত বাঁদী এবং প্রত্যেক বাঁদীর জন্য একশত করে ব্যবস্থাপক থাকবে। আবেদ একথা শুনে অনেক খুশি হলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে প্রিয়! আমার থেকেও বেশি কারো মিলবে কি? সে বলল, এটা তো যারা শুধু সকাল-সন্ধ্যায় **استغفر الله** পড়েছে তারা পাবে। (রওজুর রায়্যাহীন)

আমল যতো সুন্দর হবে হ্র ততো সুন্দর হবে

হযরত আবু বকর জারির রহ. বলেন, আমার নিকট একজন সুন্দর গোলাম ছিলো যে দিনভর রোজা রাখতো এবং রাতভর নামাজ আদায় করতো।

একদা সে আমার নিকট বর্ণনা করলো, আজ আমার অভ্যাসগত আমলগুলো না করেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম, হঠাৎ মেহরাব ফেটে গেলো এবং সেখান থেকে অপরূপা সুন্দরী কিছু মেয়ে বের হয়ে আসলো; কিন্তু একজন খুব খারাপ আকৃতির ছিলো। আমি কখনো এরকম মেয়ে দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা সকলেই কার জন্য আর এই খারাপ আকৃতির মেয়েটি কার জন্য? তারা বলল, আমরা সকলেই তোমার পূর্বের রাতের জন্য আর সে তোমার আজ রাতের জন্য। যদি আজ রাতে মারা যাও তাহলে এই মেয়ে তোমার ভাগ্যে আসবে।

যুবকটি এই ঘটনা বলে একটি চিৎকার দিয়ে মারা গেলো। (রওজুর রায়াহীন)

(এতে বুঝা গেলো যার আমল যতো সুন্দর হবে তার হুর ততো বেশি সুন্দর হবে।)

পাঁচ শতাব্দী থেকে হুরদের লালন পালন

শায়েখ আবু সুলাইমান দারানী রহ. বলেন, আমি এক রাতে অজীফা এবং প্রতিদিনের আমল ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম একজন অতীব সুন্দরী হুর আমাকে বলতেছে, হে আবু সুলাইমান! তুমি মজা করে ঘুমিয়ে আছো আর আমি তোমার জন্য পাঁচশত বছর থেকে লালিত পালিত হচ্ছি। (রওজুর রায়াহীন)

নওমুসলমানের জন্য অপেক্ষাকারী হুর

শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ রহ. বলেন, একদা আমি জাহাজে ভ্রমণ করতেছিলাম। প্রচণ্ড ঢেউয়ের কারণে জাহাজটি একটি দীপে পৌঁছলো। সেখানে দেখতে পেলাম এক লোক ভূতের পূজা করছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার ইবাদত কর? সে ভূতের দিকে ইশারা করলো। আমরা বললাম, তোমার মা'বুদ তো সৃষ্টকর্তা নয় বরং তাকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা এমন মা'বুদের ইবাদত করি যে তাকে এবং সমস্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললো, বল! তোমরা কার ইবাদত কর? আমরা ওই পবিত্র সত্তার ইবাদত করি যার আরশ আসমানে এবং

যার রাজত্ব জমিনে এবং জীবন ও মৃত্যুর মাঝে যার ভাগ্য নির্ধারণ আছে। যার নাম পবিত্র এবং যিনি বড়ত্ব এবং মহত্ত্বের অধিকারী। সে বললো, একথাগুলো তোমাদের কিভাবে জানা হয়েছে? আমরা বললাম, ওই মহান আল্লাহ আমাদের নিকট একজন সত্য রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি আমাদেরকে এগুলো হেদায়েত করেছেন। সে বললো, সেই রাসূল কোথায় এবং তার অবস্থা কি? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে যে কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন সেই কাজ পূর্ণ করার পর তাকে তিনি নিজের নিকট ডেকে নিয়েছেন। সে বললো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের নিকট কোনো নিদর্শন রেখে গিয়েছেন? আল্লাহর কিতাব। সে বললো, আমাদের দেখাও। আমরা তার নিকটে কোরআন শরীফ নিয়ে গেলাম। সে বললো, আমাকে পড়ে শুনানো! আমরা তাকে একটি সূরা পড়ে শুনালাম। সে কাঁদতে লাগলো এবং বললো, যার এই কালাম তার কথা তো অন্তর এবং জীবন দিয়ে মানা উচিত। এবং কোনোভাবেই তার নাফরমানী করা উচিত নয়। অতঃপর সে মুসলমান হয়ে গেলো। আমরা তাকে দ্বীনের কিছু হুকুম আহকাম শিখালাম এবং কোরআনের কিছু সূরা শিক্ষা দিলাম। যখন রাত হলো সবাই যার যার বিছানায় চলে গেলো তখন সে বললো, তোমরা যে মা'বুদের পরিচয় দিয়েছো তিনি কি ঘুমানও? আমরা বললাম তিনি ঘুম থেকে পবিত্র, তিনি সর্বদায় জীবিত এবং জাগ্রত। সে বললো, তোমরা কেমন খারাপ বান্দা তোমাদের মাওলা ঘুমায় না; কিন্তু তোমরা ঘুমাও। তার একথা শুনে আমরা খুব অস্থির হয়ে গেলাম। কিছু দিন পর যখন আমরা সেখান থেকে চলে আসতে প্রস্তুত হলাম, সে বললো, আমাকেও তোমাদের সাথে নিয়ে চলো। আমরা তাকে নিয়ে চললাম। অতঃপর কোনো একটি জনবসতিতে পৌঁছে আমি সাথীদেরকে বললাম, সে তো নতুন মুসলমান তাকে কিছু সাহায্য করা প্রয়োজন। আমরা কিছু দিরহাম একত্রিত করে তাকে দিয়ে বললাম, তোমার নিজের কাজে খরচ করবে। সে বললো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তোমরা তো দেখা যায় আশ্চর্য মানুষ! তোমরাই আমাকে রাস্তা দেখালে আর তোমরাই রাস্তা থেকে বিমুখ হয়ে গেলে। আমার আশ্চর্য লাগছে, যখন আমি মূর্তিপূজা করতাম আর আল্লাহকে জানতাম না তথাপিও তিনি আমাকে ধ্বংস করেননি আর এখন আমি তার পরিচয়

পেয়েছি তাহলে কিভাবে তিনি আমাকে ধ্বংস করবেন? তিনদিন পর এক ব্যক্তি এসে আমাকে সংবাদ দিলো যে, সে মৃত্যু শয্যায়। আমি সংবাদ শুনে তার নিকটে গিয়ে বললাম, তোমার কি কিছু প্রয়োজন আছে? সে বললো, না! যে আল্লাহ তোমাদেরকে ওই দ্বীপে পৌঁছিয়েছে তিনিই আমার সমস্ত প্রয়োজন পূরা করবেন। খাজা আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, সেখানেই বসা অবস্থায় হঠাৎ আমার ঘুম এসে গেলো। আমি ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে কি আশ্চর্য দেখতে পেলাম, একটি সবুজ শ্যামল বাগানে একটি গম্বুজ ও একটি জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসন বিছানো আছে। তার উপর এক অতীব সুন্দরী রমণী নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে বলছে, আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছে। আমি তাকে গোসল এবং কাফন পড়িয়ে দাফন করে দিলাম। যখন রাতে ঘুমালাম স্বপ্নে ওই একই বাগান, সিংহাসন এবং মেয়েকে দেখলাম যার বাহুতে ওই নও-মুসলিম এবং সে এই আয়াত পাঠ করছে।

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

(এবং ফেরেশতাগণ ইহা বলতে বলতে দরজার কাছে আসবে ‘শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর কতইনা উত্তম বদলা হবে আখিরাতে)। (সূরা আর-রাআদ : আয়াত : ২৩-২৪, রওজুর রায়্যাহীন)



জান্নাতে হর এবং স্ত্রীর সংখ্যা

সত্তরজন স্ত্রী

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

يُزَوَّجُ الْعَبْدُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ قَبِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُطِيقُهَا؟ قَالَ (يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ).

অর্থ : জান্নাতে ব্যক্তিকে সত্তরজন বিবির সাথে বিবাহ দেয়া হবে। আরজ করা হলো, ইয়া রসূলান্নাহ! জান্নাতে কি তাতে সক্ষম হবে? তিনি বলেন, তাকে একশত যুবকের শক্তি দেয়া হবে। (কিতাবুজ্জুআফা: ৩/১৬৬, ইবনে হাক্বান; ৯/২৩৬, আলবাদুরুস সাফিরা: হাসীস নং-২০৩১, মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ: ১০/৪১৭)

জান্নাত থেকে সত্তর জন আর দুনিয়া থেকে দুইজন স্ত্রী

হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

يُتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً سَبْعِينَ مِنْ نِسَاءِ الْجَنَّةِ وَاثْنَيْنِ مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا.

অর্থ : জান্নাতে মুমিনকে বাহাত্তরজন বিবির সাথে বিবাহ দেয়া হবে। সত্তর জন জান্নাতে মেয়ে এবং দুই জন দুনিয়ার মেয়ে থেকে।

(আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৩২)

সর্বনিম্ন জান্নাতির বাহাত্তর জন স্ত্রী

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةَ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لَوْلُؤٍ وَيَأْقُوتُ وَزَبْرَجِدٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ وَصَنْعَاءَ.

অর্থ : সর্বনিম্ন জান্নাতির জন্য আশি হাজার খাদেম হবে। এবং বাহাত্তর জন বিবি হবে। প্রত্যেক জান্নাতির জন্য মোতি, ইয়াকূত এবং যবরযদ পাথরের গম্বুজ হবে। যার প্রশস্ততা হবে ‘জাবিয়া’ (শাম দেশের একটি শহর) থেকে ‘ছানআ’ (ইয়ামানের একটি শহর) পর্যন্ত। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ২৫৬২, তাযকিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৭৫, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২৯৮, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৩৩)

দোযখিদের ওয়ারিস হিসেবে দুইজন করে স্ত্রীও জান্নাতির মিলবে

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ وَاثْنَيْنِ مِنْ مَيْرَاتِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَهَا قَبْلَ شَهْيٍ وَلَهُ ذَكَرٌ لَا يَنْشَفِيْ-

অর্থ : যাকেই আল্লাহ তা’আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাকেই বাহাত্তর জন বিবি এবং কাফেরদের মিরাজ থেকে আরো দুইজন বিবির সাথে বিবাহ দিবেন। সে প্রত্যেকের সাথেই খাহেশ পুরা করবে। কিন্তু কখনো দুর্বল হবে না। (ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪৩৩৭, দুররে মানছুর : ১/৩৯, তাযকিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৮৩, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২৯৯, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৩৪)

ফায়দা : দোযখিদের মিরাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক দোযখির জন্য জান্নাতে মিরাজ থাকবে যা আল্লাহ তা’আলার অনুগ্রহে জান্নাতিকে দেয়া হবে। এটাই হাদীসের উদ্দেশ্য।

সর্বনিম্ন জান্নাতি ব্যক্তির স্ত্রীর সংখ্যা

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ لَهُ سَبْعُ دَرَجَاتٍ وَهُوَ عَلَى السَّادِسَةِ وَقَوْفَهُ السَّابِعَةُ وَإِنَّ لَهُ لِثْلَ مِائَةِ خَادِمٍ وَيُعْطَى عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَيُرَاحُ بِثَلَاثِ

مِائَةً صَحْفَةً مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ فِي كُلِّ صَحْفَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ فِي الْأُخْرَى وَإِنَّهُ
لَيَكُونُ أَوَّلَهُ كَمَا يَكُونُ آخِرُهُ وَإِنَّهُ لَيَقُولُ يَارَبِّ لَوْ أَذْنْتُ لِي لَا طَعَمْتُ أَهْلَ
الْجَنَّةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ يَنْقُضْ مِمَّا عِنْدِي شَيْئٌ وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ
لِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً وَإِنَّ الْوَاحِدَةَ لَتَأْخُذُ مَقْعَدَهَا قَدَرُ مِثْلٍ مِنَ
الْأَرْضِ.

অর্থ : সর্বনিম্ন জান্নাতীর সাতটি স্তর হবে আর সে ষষ্ঠ স্তরে থাকবে। তার উপর সপ্তম স্তর হবে। তার জন্য তিনশত খাদেম থাকবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় সোনা-রূপার তিনশত খাবার পূর্ণ পিয়াল পেশ করা হবে এবং প্রত্যেক পিয়ালয় এমন খানা হবে যা অন্য পিয়ালয় হবে না। জান্নাতি তার শুরুতে যেমন মজা পাবে শেষেও তেমনি মজা পাবে। সে বলবে, হে আমার রব! আপনি অনুমতি দিলে আমার নিকট যা আছে তা দ্বারা সমস্ত জান্নাতিকে খানা-পিনা করাবো। তার জন্য হুরে ঈন থেকে সত্তরজনের সাথে বিবাহ দেয়া হবে। এবং প্রত্যেক একজনের নিতম্ব জমিনের এক মাইল পরিমাণ দখল করে নিবে। (মুসনাদে আহমাদ : ২/৫৩, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২০৮, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৩৫, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ১০/৪০০)

১২৫০০ স্ত্রী (বারো হাজার পাঁচশত স্ত্রী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُزَوَّجُ خَمْسَ مِائَةٍ حَوْرَاءَ وَأَرْبَعَةَ آلَافٍ بَكْرٍ
وَتَمَانِيَةَ آلَافٍ تَيْبٍ يُعَانِقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِقْدَارَ عُمُرِهِ مِنَ الدُّنْيَا.

অর্থ : জান্নাতি পুরুষের সাথে পাঁচশত হুর, চার হাজার কুমারী বালিকা এবং আট হাজার বিবাহিতা মহিলার সাথে বিবাহ দেয়া হবে। জান্নাতি প্রত্যেকের সাথে তার দুনিয়ার জীবনের সময় পরিমাণ (দীর্ঘ সময়) মু'আনাকা করবে (গলা মিলাবে)। (আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং-২৩০৬, তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩২, ফতহুল বারী : ৬/৩২৫, দুররে মানছুর : ১/৪০)

১২১০০ স্ত্রী এবং হরদের তারানা সঙ্গীত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

يُزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ بَكْرٍ وَثَمَانِيَةِ آلَافٍ أَيْمٍ مِائَةً
حَوْرَاءَ فَيَجْتَنِعْنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَيَقْلُنَ بِأَصْوَاتٍ حَسَّانٍ لَمْ يَسْمَعْ
الْخَلَائِقُ يَسْبِلِهِنَّ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبَأُ
وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَطْعُنُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ
لَنَا وَكُنَّاهُ.

অর্থ : জান্নাতি প্রত্যেক পুরুষের জন্য চার হাজার কুমারী, আট হাজার বক্ষ্যা মহিলা এবং একশত হরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে। তারা প্রত্যেক সপ্তাহে একত্রিত হবে এবং সুমধুর কণ্ঠে তারানা তথা গান গাইতে থাকবে। তাদের গান এমন সুন্দর হবে যা সৃষ্টির কেউ কখনো শুনেনি। তারা বলবে—

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبَأُ
وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَطْعُنُ
طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّاهُ

অর্থ : আমরা সর্বদায় থাকবো কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা সর্বদায় নিয়ামতের মাঝে আছি কখনো পঁচা গান্দা হবো না। আমরা সর্বদায় সন্তুষ্ট থাকবো কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমরা সর্বদায় জান্নাতে থাকবো কখনো বের হবো না। সুসংবাদ তার জন্য যে আমাদের জন্য হবে এবং আমরা যার জন্য হবো। (তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৮, ফতহুল বারী : ৬/৩২৫, কানযুল উম্মাল : হাদীস নং-৩৯৩৭৬, সিফাতুল জান্নাত আবু নাসিম : ৩/২৭৯)

নহরের তীরে তাঁবুতে অবস্থানকারী হ্রগণ

হযরত আহমাদ ইবনে আবিল হাওয়ারী (রহ.) বলেন, আমি হযরত আবু সুলাইমান দারানী রহ. কে বলতে শুনেছি, জান্নাতে কিছু নহর এমন রয়েছে যার তীরে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। তার মাঝে হ্র থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন আঙ্গিকে সৃষ্টি করেছেন। যখন তাদের সৌন্দর্য পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে ফেরেশতাগণ তাদের উপর তাঁবু স্থাপন করে দিয়েছেন। তারা অবয়ব দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এক মাইল পরিমাণ হবে এবং প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা চেয়ারে বসে থাকবে। যখনই তাদের রান চেয়ার থেকে বাহিরে বের করবে, জান্নাতিরা তা দেখে তাদের বালানা থেকে তাদের নিকট চলে আসবে। ইচ্ছামতো তাদের নিকট থেকে গান শ্রবণ করবে এবং প্রত্যেক জান্নাতি প্রতি একজনের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে। (সিফাতুল জান্নাত: ৩৫১, আলবাদুরুস সাফিরা: হাদীস নং ২০২৮)

মেঘ থেকে বালিকাদের বৃষ্টি

হযরত কাছীর ইবনে মুররা রহ. বলেন, জান্নাতে অতিরিক্ত নিয়ামতের মাঝে একটি নিয়ামত এরকম হবে, জান্নাতিদের উপর দিয়ে এক মেঘমালা অতিক্রম করবে। মেঘমালা বলতে থাকবে, তোমরা কি নিয়ামত চাও? কি রকম নিয়ামত তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করবো? তারা যে যে নিয়ামত চাইবে তাই তারা অবতীর্ণ করবে। হযরত কাছীর ইবনে মুররা হায়রামী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে ওই দৃশ্য দেখান তাহলে আমি বলবো যেনো আমার জন্য সাজ-সজ্জাকৃত বালিকার বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। (আলবাদুরুস সাফিরা: হাদীস নং ২০৪০, হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ৩০৩, তাযকিরাতুল কুরতুবী ২/৪৯৮, সিফাতুল জান্নাত আবু নাসিম: ৩/২২৩)

হযরত আবু কালাঈ তযিয়াবাহ রহ, বলেন, জান্নাতিদের উপর মেঘমালা টুকরা টুকরা হয়ে ছায়া দিতে থাকবে এবং বলতে থাকবে তোমাদের কোন নিয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ করবো? সুতরাং, যে ব্যক্তি যে নিয়ামতের ইচ্ছা

প্রকাশ করবে তার উপর সেই নিয়ামতই বর্ষণ করা হবে। এমনকি কিছু জান্নাতি এমনও বলবে, আমাদের উপর সমবয়স্কা, কুমারীর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (সিফাতুল জান্নাত ইবনে আবিদ দুনিয়া: হাদীস নং ২৯২)

জান্নাতি পুরুষদের জন্য অতিরিক্ত হর থাকবে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَيَّ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يُحَوَّلَ ثُمَّ تَأْتِيهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِي خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمَرْثَةِ وَإِنَّ أَدْنَى لَوْلُؤٍ عَلَيْهَا تَضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَتَسْلِمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا فَيُنْقِذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى بَرَحَ مَخْ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ وَإِنَّهُ عَلَيْهَا التَّيْجَانِ أَنَّ أَدْنَى لَوْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتَضِيءُ مِنْ بَيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

অর্থ : জান্নাতি মানুষ জান্নাতে পার্শ্ব পরিবর্তন করার পূর্বে সত্তর বছর পর্যন্ত হেলান দিয়ে বসে থাকবে। অতঃপর তার সামনে একজন মেয়ে আসবে যার গালে জান্নাতি তার চেহারা আয়নার থেকেও বেশি পরিষ্কার দেখতে পাবে। তার উপর পরিহিত সাধারণ মোতিও পূর্ব পশ্চিমের মাঝের অংশকে আলোকিত করবে। সে জান্নাতিকে সালাম করবে। জান্নাতি তার সালামের উত্তর দিবে। এবং জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার অতিরিক্ত পুরস্কার। ওই মহিলার পরিধানে ৭০ জোড়া পোশাক থাকবে। তা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি ভেদ করে তার পায়ের পিডলীর মগজ পোশাকের ভিতর থেকে দেখা যাবে। সেই মাথায় তাজও হবে যা পূর্ব পশ্চিমকে আলোকিত করতে পারে। (মুসনাদে আহমাদ : ৩/৭৫, সহীহ ইবনে হাব্বান : হাদীস নং ৭৩৫৪, সিফাতুল জান্না: আবিদ দুনিয়া: ২৭৭, আলবাদুররুস সাফিরা; হাদীস নং ২০২৪, সিফাতুল জান্নাত: ইবনে কাসীর: পৃ. ১০৯)

পুরুষদের থেকে জান্নাতি হুরদের সংখ্যা বেশি হবে

ইমাম ইবনে সিরীন রহ, বলেন, একদা সাহাবাদের (রা.) মাঝে আলোচনা হচ্ছিলো যে, জান্নাতে পুরুষ বেশি হবে না মহিলা বেশি হবে। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, তোমরা কি হুজুর (সা.) কথা শুননি?

তিনি বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَاءِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مِنْهُمَا سَاقِيَهُمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعَزُّبُ.

অর্থ : সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো চমকাইতে থাকবে। তারপর যে প্রবেশ করবে সে আসমানের সবচাইতে উজ্জ্বল তারকার মতো চমকাইতে থাকবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুটি করে স্ত্রী থাকবে। আর স্ত্রীদের পিভলীর চমকপ্রদ গোছো গোশতের ভিতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। জান্নাতে কোনো মানুষ স্ত্রীবিহীন হবে না। (বুখারী শরীফ : হাদীস নং-৩২৪৫, মুসলিম শরীফ: হাদীস নং ২৮৩৪, হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ১৭০ ও ২৯৫, আলবাদরুস সাফিরা: হাদীস নং ২০৩০, তারগীব ও তারহীব: ৪/৫৩২, মুসনাদে আহমাদ: ২/৫০৭)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ زَوْجَانِ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً بُرَى مِنْ سَاقِيَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ.

অর্থ : প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য হুরেঈন থেকে দুটি করে স্ত্রী হবে। প্রত্যেকের জন্য সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। (হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ১৭০ ও ২৯৫ তাফসীরে ইবনে কাছীর : ৭/৪৮০)

ফায়দা : প্রথম হাদীসের মাঝে জান্নাতীর জন্য দুইজন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীসের মাঝে হুরে ঈন থেকে দুইজন স্ত্রীর কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা হবে। এই বিবিগণ দুনিয়ার হবে না বরং হুর থেকে হবে।

এখন এই কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন হাদীসের মাঝে জান্নাতির জন্য হাজার হাজার বিবির কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় জান্নাতি পুরুষদের জন্য এই পরিমাণ মেয়ে থাকবে যার গণনা করা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

জান্নাতে দুনিয়ার মহিলাদের সংখ্যা কম হবে

হরযত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ أَقْلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ.

অর্থ : জান্নাতে দুনিয়ার মহিলার সংখ্যা সবচেয়ে কম হবে। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-২৭২৮, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ১৭১-১৭২, মুসনাদে আহমাদ : ৪/৪২৭, তবরানী কাবীর : ১৮১২৮, শরহুস সুনাহ : ১৫/২২৮)

হরযত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ.

অর্থ : আমি দোযখে উঁকি মেরে দেখেছি সেখানে মহিলাদের সংখ্যা বেশি এবং জান্নাতে উঁকি দিয়েছি সেখানে গরীবদের সংখ্যা বেশি। (বুখারী শরীফ: হাদীস নং-৩২৪১, মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-২৭৩৭, তারগীব ও তারহীব: ৪/১৮৩, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৯৭)

জান্নাতে দুনিয়ার মহিলা কম থাকার কারণ

হরযত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَاكْثُرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنَّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.

অর্থ : হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশি বেশি সদকা করো। এবং বেশি বেশি ইসতেগফার পড়ো। কেননা আমি তোমাদেরকেই অনেক বেশি দোযখে দেখেছি। একজন মহিলা যে ভালোভাবে কথা বলতে পারে সে বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা কেন দোযখে বেশি যাবো? তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও এবং তার নাফরমানী করো। (ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪০০৩, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ১৭২, বুখারী শরীফ : হাদীস নং ১৪৬২, মুসলিম শরীফ : হাদীস নং ৮৮৫, তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ২৬১৩, মুসনাদে আহমাদ : ১/৩৬৩)

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, জান্নাতে মহিলা কম হবে এটা জান্নাতে প্রবেশের প্রথম অবস্থা হবে। অতঃপর আল্লাহর রহমত এবং নবীর শাফায়াত হবে তখন তাদের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং প্রত্যেক পুরুষের জন্য দুইজন করে দুনিয়ার স্ত্রী হবে। আর জান্নাতের হ্র অগণিত থাকবে যা কেউ গণনা করে শেষ করতে পারবে না। (তাজকিরাতুল কুরতুবী: ২/৪৭৫)



জান্নাতের স্ত্রীগণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ.

অর্থ : জান্নাতীদের জন্য পূত পবিত্র বিবিগণ থাকবে।

(সূরায়ে বাকারা : আয়াত নং ২৫)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর (সা.) বলেন,

مِنَ الْخَيْضِ وَالْغَائِطِ وَالنُّخَامَةِ وَالْبُرَّاقِ.

অর্থাৎ, জান্নাতের হ্রদের এবং দুনিয়ার যে সমস্ত মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা সবাই হায়েয, পেশাব, পায়খানা এবং নাকের ময়লা থেকেও পবিত্র থাকবে। এবং তাদের কাপড় ময়লা হওয়া থেকেও মুক্ত থাকবে।

(আলবাদুদ্রুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৩০, তাফসীরে ইবনে কাছীর : ১/৯৩, ফতহুল বারী : ৬/৩২০, সিফাতুল জান্নাত : আবু নাসিম : ৩২৩)

অনুরূপভাবে জান্নাতি মহিলারা গোস্বা থেকে পবিত্র থাকবে। তাদের যবান অশ্লীল কথা এবং নিম্নমানের কথা থেকে পবিত্র থাকবে। তাদের চোখ তাদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে দেখবে না। এবং তাদের কাপড় ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র থাকবে। (হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২৮৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

أَوَّلُ زَمْرَةٍ تَلْجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَبْرِ لَيْكَةِ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَخَفَّطُونَ إِنِّيْتُهُمْ وَأَمْشَاتُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلْوَةِ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

زَوْجَتَانِ يُرَىٰ مَخُّ سَاقِيهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ
بَيْنَهُمَا وَلَا تَبَاعُضٌ قُلُوبُهُمَا عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً
وَعَشِيًّا.

অর্থ : সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিয়ার চাঁদের মতো চমকাইতে থাকবে। দ্বিতীয় দল যারা জান্নাতে যাবে তারা আসমানের উজ্জ্বল তারকার মতো উজ্জ্বল হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুটি করে স্ত্রী থাকবে। এবং প্রত্যেক স্ত্রী সত্তর জোড়া পোশাক পরিহিত থাকবে; তথাপিও তাদের পিন্ডলীর গোছার ভিতরের অংশের উজ্জ্বলতা কাপড়ের ভিতর থেকে দেখা যাবে। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ২৫৩৭, দূররের মানছুর: ১/৩৯, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৫৩, আলবাদুরুস সাফিরা; হাদীস নং-২৫৩৭, দূররে মানছুর: ১/৩৯, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৫৩, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং-১৯৯৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হ্রের ঈনের প্রত্যেকের পিন্ডলীর মগজ তাদের সত্তর জোড়া কাপড় এবং তাদের গোশত এবং হাড়ি ভেদ করে দেখা যাবে। (তবরানী, বাইহাকী, আলবাদুরুস সাফিরা; হাদীস নং-১৯৯৫)



হরদের সৌন্দর্য

হরদের জাঁকজমক ও রূপ লাভণ্য

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

غَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلِقَابٌ
قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ
نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهَا وَكَمَلَاتُ مَا
بَيْنَهَا رِيحًا وَلَنْصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا يَغْنَى الْخَبَرَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا.

অর্থ : আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল এবং এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম। তোমাদের জান্নাতের এক কামানের মূল্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। জান্নাতি মহিলা যদি দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে পুরো দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে। পুরো জমিনকে সুগন্ধিময় করে দিবে। তাদের মাথার ওড়না দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম।

(বুখারী শরীফ : ফতহুল বারী: ১১/৪১৮, তিরমিযী শরীফ: হাদীস নং-২৬৫১, মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৭৪-১৫৭-২৬৪, আলবানী দুরুস সাফিরা: হাদীস নং ১৯৯৬, নাসাই শরীফ : ৫/১৬)

জান্নাতি রমণীদের গালে পুরুষের চেহারা দেখা যাবে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন, كَانَتْهُنَّ (কেমন জানি তারা ইয়াকূত এবং মারজান) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ فِي خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْأَةِ وَلَا نَ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا لَتَضِيءُ
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا فَيُنْفِذُهَا
بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى سَاقَهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ.

অর্থ : জান্নাতি নিজের চেহারাকে তার (হর বা মহিলার) গালের মাঝে
আয়না থেকেও অধিক পরিষ্কার দেখতে পাবে। তাদের পোশাকের সাধাণ
মোতিও পুরো পূর্ব-পশ্চিমের মাঝের জায়গাকে আলোকিত করবে। ওই
রমণীর পরিধানে সত্তর জোড়া পোশাক থাকবে; তথাপিও পোশাক ভেদ
করে তাদের পিভলী দৃষ্টিগোচর হবে। (মুসনাদে আহমাদ : ৩/৭৫, আলবাদূরস
সাফিরা : হাদীস নং ১৯৯৭, সহীহ ইবনে হাব্বান : ৯/২৪৫, মুসতাদরাক : ২/৪৮৫, দূররে
মানছুর : ৬/১৪৮, তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৪, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২৯৯)

কামনীয় সৌন্দর্যের একটি দৃষ্টান্ত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ الْمِرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَرَى بَيَاضَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ
حُلَّةً حَتَّى يَرَى مُخَّهَا وَذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ
وَالْمَرْجَانُ) فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكَائِمَ اسْتَصْيَبَتْهُ
لَرَأَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ.

অর্থ : জান্নাতি প্রত্যেক মেয়ের পিভলীর সাদাপনি সত্তর জোড়া পোশাকের
ভিতর থেকেও দেখা যাবে। এমনকি তার স্বামী তার পিভলীর ভিতরের
মগজও দেখতে পাবে। সেদিকে ইশারা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
(কেমনজানি তারা ইয়াকূত এবং মারজান।) ইয়াকূত এমন একটি পাথর
যদি তার মাঝে কোনো আবরণ রেখে বাহির থেকে দেখতে চাও অবশ্যই
তা দেখতে পাবে। (তিরমিযী শরীফ; হাদীস নং-২৫৩৩, তাফসীরে ইবনে জারীর:
২৭/৮৮, তাফসীর ইবনে কাছীর: ৭/৪৭৯, সিফাতুল জান্নাত: আবু নাইম: ৩৭৯,
আলবাদূরস সাফিরা; হাদীস নং-২০১৯, তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৩, তাজকিরাতুল
কুরতুবী : ২/৪৭৪)

হুর নাকি সুরক্ষিত মুক্তা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের একজন স্ত্রী হবে এবং ওই স্ত্রীর জন্য একটি তাঁবু থাকবে এবং ওই তাঁবুর চারটি দরজা থাকবে। জান্নাতির সামনে প্রতিদিন এমন উপটৌকন, সম্মান এবং হাদিয়া পেশ করা হবে যা তার কখনো অর্জিত ছিলো না। এবং কল্পনার মাঝেও আনতে পারেনি। হুরকে না অপছন্দ হবে, না তার মুখে দুর্গন্ধ আসবে, না তার অহংকার হবে, না বড়ত্ব দেখাবে। হুর ঈন সংরক্ষিত মুক্তার মতো হবে। (আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০২০, দূররে মানছুর : ৬/১৫০)

হুরের লালার দ্বারা সমুদ্রের পানি মিঠা হয়ে যাবে

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

لَوْ أَنَّ حُورَاءَ بُزِقَتْ فِي بَحْرٍ لَعَذِبَ ذَلِكَ الْبَحْرُ مِنْ عَذُوبَةِ رِيْقِهَا.

অর্থ : যদি কোনো হুর (তিজ) সমুদ্রের মাঝে থু থু ফেলে; তাহলে তার লালার মিষ্টতায় ওই সমুদ্রের সমস্ত পানি মিঠা হয়ে যাবে। (আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং- ২০২২, দূররে মানছুর: ৬/৩৩, তারগীব ও তারহীব: ৪/৫৩৫)

জান্নাতী রমণীদের সৌন্দর্যের কিছু হাদীস

হযরত উম্মে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (حُورٌ عِينٌ) قَالَ (بَيَاضٌ ضَخَامٌ شَقَرُ الْعُيُونِ الْحُورُ بِمَنْزِلَةِ جَنَاحِ النَّسْرِ) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ) قَالَ : (صَفَاءُ لَهُنَّ كَصَفَاءِ الدُّرِّ الَّذِي فِي الْأَصْدَافِ وَالَّذِي لَا تَبْسُهُ الْأَيْدِي) قُلْتُ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ (كَأَنَّهُنَّ بَيَاضٌ مَكْنُونٌ) قَالَ (رِقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ

الْجُلْدِ النَّثِيِّ فِي دَاخِلِ الْبَيْضَةِ مِمَّا يَلِي الْقَشْرَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !
 فَأَخْبَرَنِي عَنْ قَوْلِهِ : (عُرْبًا أَرَبًا) قَالَ : (هُنَّ اللَّوَاتِي قَبَضَهُنَّ اللَّهُ
 عَجَائِزَ فِي الدُّنْيَا رَمَصَاءَ شَطَاءَ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ بَعْدَ كِبَرٍ فَجَعَلَهُنَّ
 عَذَارَى قَالَ عُرْبًا مَعْشِقَاتٌ مُحِبَّاتٌ أَرَبًا عَلَى مِيلَادٍ وَاحِدٍ) قُلْتُ : يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ! أُنِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمِ الْحُورُ الْعَيْنُ؟ قَالَ : (نِسَاءُ الدُّنْيَا
 أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَفَضْلِ الظَّهَارِ عَلَى الْبِطَانَةِ) قُلْتُ : يَا رَسُولَ
 اللَّهِ ! وَبِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ : (بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ لِلَّهِ أَلْبَسَ اللَّهُ تَعَالَى
 وَجُوهَهُنَّ النُّورَ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحُورَ بَيْضُ الْأَلْوَانِ خَضِرُ الثِّيَابِ
 صَفَرُ الْحِلْيِ مُجَامِرُهُنَّ الدُّرُّ وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ يَقْلُنَ إِلَّا نَحْنُ
 الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا إِلَّا نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبَأُ أَبَدًا إِلَّا نَحْنُ
 الْبُقِيَّاتُ فَلَا نَطْعُنُ أَبَدًا إِلَّا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا طُوبَى
 لِمَنْ كُنَّالَهُ وَكَانَ لَنَا) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ الرُّوَجِينَ أَوْ
 الثَّلَاثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ فِي الدُّنْيَا تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُونَ مَعَهَا مَنْ
 يَكُونُ زَوْجَهَا مِنْهُمْ قَالَ : (إِنَّهَا تُخْبِرُ فَتَدْخُلُ أَحْسَنَهَا خُلُقًا فَتَقُولُ :
 يَا رَبِّ ! إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا فِي دَارِ الدُّنْيَا فَزَوِّجْنِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ : يَا
 أُمَّ سَلَمَةَ ! ذَهَبَ حُسْنُ الْخَلْقِ بِخَبْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

অর্থ : উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হজুর
 সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ!

আল্লাহ তা'আলার বাণী **حُورٌ عِينٌ** (উচ্চারণ : হুরুন-ঈন) এর সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা করুন। তিনি বলেন, সুচিত্রা, পুরো শরীর বিশিষ্ট, রক্তিম বর্ণের চোখ বিশিষ্ট, নিজের সৌন্দর্যের লাভণ্যতা এবং পাতলা চামড়ার কারণে দৃষ্টিকে অস্থিরকারীণী ঈগলের ডানার মতো ও লম্বা কেশ বিশিষ্ট এবং চোখের সুন্দর পাপড়ি বিশিষ্ট মেয়েকে 'হুরে ঈন' বলে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, আমাকে **كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ** (উচ্চারণ : কাআন্না হুন্না ইয়াকুতু ওয়াল মারজান) এর ব্যাখ্যা বলে দিন, তিনি বলেন, সে রূপে ও রঙ্গে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে যেমন ঝিনুকের মাঝে সংরক্ষিত মুক্তা। যার হাতকে কেউ কখনো স্পর্শ করে নি। হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, আমাকে **كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ** (উচ্চারণ : কাআন্নাহুন্না বহিজুম মাকনুন) এর ব্যাখ্যা বলে দিন, তিনি বলেন, তার চামড়া এমন পাতলা হবে যেমন ডিমের ভিতর পাতলা একটি আবরণ থাকে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, আমাকে **عُرُبًا أَرْبَابًا** (উচ্চারণ : উরুবান আতুরা-বা) এর ব্যাখ্যা বলে দিন, তিনি বলেন, তারা ওই সমস্ত মহিলা হবে যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধা হওয়ার কারণে চোখে ময়লা জমে থাকে এবং মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নতুন করে সৃষ্টি করে কুমারী ও যুবতী বানিয়ে দিবেন। তিনি বলেন, **عُرُبًا** (উচ্চারণ : উরুবান) এর অর্থ হলো, তারা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ভক্ত এবং কামিনী থাকবে। আর **أَرْبَابًا** (উচ্চারণ : আতুরা-বা) এর অর্থ হলো, তারা সময়বয়স্কা থাকবে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, দুনিয়ার মহিলাগণ উত্তম হবে নাকি হুরগণ? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহিলারা হুর থেকে উত্তম হবে, যেমন বাহিরের মর্যাদা ভিতরের উপর। আমি আরজ করলাম, ইহা কেন? তিনি বললেন, তাদের আল্লাহর জন্য নামাজ এবং রোজার কারণে। আল্লাহ তাদের চেহারার উপর নূরের পোশাক পরিধান করাবেন। তাদের শরীরের সৌন্দর্য জান্নাতিকে অস্থির করে তুলবে। অত্যাধিক ফর্সা হবে। সবুজ রঙের কাপড় পরিহিতা থাকবে। হলুদ রঙ্গে অলংকার পরিধান করবে। তাদের জন্য মুক্তার আংটি থাকবে। তাদের চুড়ি স্বর্ণের হবে। তারা এই তারানা বলতে থাকবে।

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبَأُ
وَنَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا نَسْخَطُ وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَطْعَنُ
طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ.

অর্থ : আমরা সর্বদায় থাকবো কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা সর্বদায় নিয়ামতের মাঝে থাকবো কখনো পঁচা গান্দা হবো না। আমরা সর্বদায় সন্তুষ্ট থাকবো কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমরা সর্বদায় জান্নাতে থাকবো কখনো বের হবো না। সুসংবাদ তার জন্য যে আমাদের জন্য আর আমরা যার জন্য। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! দুনিয়াতে যে মহিলার পর্যায়ক্রমে একাধিক বিবাহ হয়েছে এবং স্বামীরা সকলেই জান্নাতে যায় তাহলে ওই মহিলা জান্নাতে কোন স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকবে? তিনি বলেন, তার স্বাধীনতা দেয়া হবে আর সে তাদের মধ্যে যার আখলাক বেশি সুন্দর হবে তাকে গ্রহণ করবে। সে আরজ করবে, হে আমার রব! এই স্বামীর আখলাক অন্যান্য স্বামী থেকে বেশি সুন্দর তাই আপনি তাকে আমার করে দিন। পরিশেষে হুজুর (সা.) বলেন, উত্তম আখলাক বিশিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণের সাথে থাকবে। (আলবাদুরুস সাফিরা: হাদীস নং ২০১৩, তারগীব ও তারহীব: ৪/৫৩৬, হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ২৯৭, তবরানী: ২৩/৩৬৭, তাফসীরে ইবনে জারীর: ২৩/৫৭)

সমগ্র পৃথিবী আলোকিত এবং সুগন্ধিময় হয়ে যাবে

হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। হুজুর (সা.) বলেন,

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتْ لَكَلَّتِ الْأَرْضُ رِيحَ الْمِسْكِ
وَلَا ذُهِبَتْ ضَوْءَ الشَّمْسِ.

অর্থ : যদি জান্নাতি মহিলা দুনিয়ার দিকে উঁকি দেয় তার দ্বারা পুরো জমিন মেশকের মতো সুগন্ধিময় হয়ে যাবে এবং সূর্যের আলোকে নিশ্চল করে দিবে। (আলবাদুরুস সাফিরা: হাদীস নং-২০১৪, তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৩ মাজউয জাওয়াযেদ: ১০/৪১৮)

জান্নাতি রমণীদের মুকুট

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

لَوْ أَطْلَعْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَكُنْتُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَا ضَائِتٌ مَا بَيْنَهُمَا وَلَكِنَّا جُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

অর্থ : যদি জান্নাতি মহিলা দুনিয়ার দিকে উঁকি দেয় তার দ্বারা পুরো জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সব সুগন্ধিময় করে দিবে। তার মাথার মুকুট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে মূল্যবান হবে।

(আলবাদুরুস সাফিরা:দ হাদীস নং ২০১৫, মাজমাউয জাওয়ায়েদ: ১০/৪১৮, সিফাতুল জান্নাত : আবু নাসিম : ৩৮০, সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া : ২৭৮)

হরে ঈনের চুলের দৈর্ঘ্য

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হরে ঈনের প্রত্যেকের চুল ঈগলের পাখার থেকেও অনেক লম্বা হবে। (আলবাদুরুস সাফিরা: হাদীস নং- ২০২৩, সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩০০)

ফায়দা : হরে ঈনের চুলকে ঈগলের সাথে সাদৃশ্য তুলনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেমনিভাবে ঈগলের চুল তার পুরা শরীরকে ঢেকে নেয় তদ্রূপ জান্নাতি হরের চুল তার শরীর থেকেও লম্বা হবে।

হরদের সৌন্দর্যের অলৌকিকতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যদি কোনো হরের হাত আসমান এবং জমিনের মাঝে প্রকাশ করে দেয় তাহলে সমস্ত সৃষ্টি তার সৌন্দর্যে মাতাল হয়ে যাবে। এবং যদি তার ওড়না খুলে দেয় তাহলে সূর্যের আলো নিস্ত্রভ হয়ে যাবে। এবং যদি তার চেহারাকে খুলে দেয় তাহলে আসমান এবং জমিনের মাঝের অংশ চমকাইতে থাকবে।

(আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০২৫, সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া, সিফাতুল জান্নাত: ইবনে কাছীর : পৃ. ১১০, তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৫)

হাতের সৌন্দর্য

হযরত কা'বর আহবার রহ. বলেন, যদি কোনো হ্র তার হাতের সৌন্দর্য আংটিসহ দুনিয়াতে প্রকাশ করে তাহলে সমগ্র জমিন আলোকিত হয়ে যাবে। যেমন সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করে। এটা তো তার হাতের কথা আর যখন তার চেহারার সৌন্দর্য, রঙ এবং তার মুকুট-ইয়াকূত, মোতি এবং যবরযদ পাথরের সাথে প্রকাশ পাবে তখন কি অবস্থা হবে! (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০২৭, সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩০১, সিফাতুল জান্নাত: ইবনে কাছীর : পৃ. তারগীব ও তারহীব: ৪/৫৩৫, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৪)

হ্রদের ওড়নার মূল্য

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা, থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

غَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابٌ قَوْسٍ أَحَدِ كُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهَا وَكَلَاثَ مَا بَيْنَهَا رِيحًا وَلَنْصَيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا يَغْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

অর্থ : আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল এবং এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। জান্নাতের এক কামানের ব্যবধান দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। জান্নাতি মহিলা যদি দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে পুরো দুনিয়া আলোকিত করে দিবে। এবং পুরো জমিনকে সুগন্ধিময় করে দিবে। তাদের মাথার ওড়না দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। (বুখারী শরীফ : ফতহুল বারী: ১১/৪১৮, তিরমিযী শরীফ : হাদীস এবং-২৬৫১, মুসনাদে আহমাদ : ৩/১৭৪-১৫৭-২৬৪, আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-১৯৯৬, নাসাই শরীফ : ৫/১৬)

হরদের হাসি

হযরত ইবনে মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

سَطَحَ نُورٌ فِي الْجَنَّةِ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَأِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجَهَا.

অর্থ : জান্নাতে একটি নূর চমকাবে। লোকেরা মাথা উঠিয়ে দেখবে, একজন হর তার স্বামীর চেহারার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেছে। (সিফাতুল জান্নাত: আবু নাসিম : পৃ. ৩৮১, হুলাইয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৭৪, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৩)

একে অপরকে তাদের শরীরে (আয়নার মতো) দেখতে পাবে

হযরত ইকরামা রহ. বলেন, জান্নাতি পুরুষ নিজের চেহারাকে তার স্ত্রীর চেহারায় দেখতে পাবে তদ্রূপ স্ত্রী তার চেহারাকে স্বামীর চেহারায় দেখতে পাবে। জান্নাতি পুরুষ নিজের চেহারাকে তার স্ত্রীর বুকের মাঝে দেখতে পাবে। তদ্রূপ স্ত্রী তার চেহারাকে স্বামীর বুকে দেখতে পাবে জান্নাতি পুরুষ নিজের চেহারাকে তার স্ত্রীর বাহুর মাঝে দেখতে পাবে। তদ্রূপ স্ত্রী তার চেহারাকে স্বামীর বাহুতে দেখতে পাবে। জান্নাতি পুরুষ নিজের চেহারাকে তার স্ত্রীর পিন্ডলীর মাঝে দেখতে পাবে তদ্রূপ স্ত্রী তার চেহারাকে স্বামীর পিন্ডলীতে দেখতে পাবে। স্ত্রী এমন পোশাক পরিধান করবে যা প্রতি মুহূর্তে তার থেকে সত্তর প্রকারের রং প্রকাশ পাবে। (মাজমাউয জাওয়ায়েদ: ১০/৪১৮, মুহান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: হাদীস নং-২০৮৬৮, সিফাতুল জান্নাত ইবনে আবিদ দুনিয়া : ২৮৩)

হরদের জুতা

হযরত আবু ইমরান সিন্দী রহ. বলেন, আমি মিসরের একটি জামে মসজিদে ছিলাম। আমার বিবাহের ইচ্ছা হলো। এবং আমার ইচ্ছা সুন্দূ হলো। হঠাৎ কিবলার দিক থেকে একটি নূর প্রকাশ পেলো। এরকম

আলো আমি আর কখনো দেখিনি। সেখান থেকে একটি হাত বের হলো। হাতে লাল রঙের জুতা যার ফিতা সবুজ যু্মুররুদের ছিলো। তার মোতিও লাগানো ছিলো। এবং একজন ঘোষক ঘোষণা দিলো-এটা তোমার হরের জুতা। তাহলে সে কেমন হবে! তখন থেকে আমার দিল থেকে মেয়েদের চাহিদা চলে গিয়েছে। (রওজুর রায়্যাহীন)

হরদের সুগন্ধি

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, প্রত্যেক হরে ঈনের সুগন্ধি পঞ্চাশ বৎসরের দূরত্ব থেকে অনুভব হবে। (মুহান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১৩/১০৮, দুররে মানছুর: ৬/৩৪)

প্রতি সেকেণ্ডে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) বলেন, জান্নাতী ব্যক্তির নিকট একটি গ্লাস পরিবেশন করা হবে। সে তার স্ত্রীর নিকট বসে থাকা অবস্থায় যখন তা পান করে স্ত্রীর দিকে তাকাবে, স্ত্রী বলবে, তোমার সৌন্দর্য পূর্বের থেকে সত্তর গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(মুহান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১৩/১০৮, দুররে মানছুর : ৬/১৫৫)

ফায়দা : জান্নাতে সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকবে। পুরুষদের মাঝেও এবং মহিলাদের মাঝেও। এমনকি জান্নাতে প্রত্যেকটি জিনিসের সৌন্দর্য বাড়তে থাকবে। এ অবস্থা চলমান থাকবে।

ইয়াকূত এবং মারজানের মতো চমকপ্রদ শরীর

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) বলেন, জান্নাতী একজন মহিলা একত্রে সত্তর জোড়া রেশমের কাপড় পরিধান করবে। তথাপিও তার পিন্ডলীর সাদাপনি, শরীরের সৌন্দর্য এবং শরীরের সবকিছু ভিতর থেকে দেখা যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(كَأَنَّهُنَّ آبِاقُوتٌ وَأَلْبُرْجَانُ) (কেমন জানি, তারা ইয়াকূত এবং মারজান।)

(মুহান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১৩/১০৭, দুররে মানছুর: ৬/১৪৬)

সর্বদায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, ওই সত্তার কছম যার হাতে আমার জান! জান্নাতে পুরুষ এবং মহিলার সৌন্দর্য এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে যেমন শেষ জীবনে তার চেহারার পরিবর্তন এবং বার্ধক্য বাড়তে থাকে। (মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১৩/১১৪, দুররে মানছুর: ৬/১৫৫, সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া: ৩০১, সিফাতুল জান্নাত: আবু নাসিম: পৃ. ২৬৪, হুলইয়ায়ে আবু নাসিম: ৪/২৮৭)

জান্নাত ও দুনিয়ার মহিলাদের সৌন্দর্যের পার্থক্য

হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ. বলেন, একদা আমি বসরার গলিতে ঘুরতেছিলাম। একজন বাঁদীকে দেখতে পেলাম সে অনেক সাজ সজ্জা করে বড়ত্বের সাথে অনেক খাদেম সাথে নিয়ে চলতেছে। আমি তাকে আওয়াজ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মালিক কি তোমাকে বিক্রি করবে? সে বললো, শায়েখ কি বললেন? আবার বলুন! তিনি বললেন, তোমার মালিক কি তোমাকে বিক্রি করবে? সে বললো, মনে করেন আমাকে বিক্রি করা হবে; তবে আপনার মতো গরীব মানুষ আমাকে ক্রয় করবে? তিনি বললেন, তুমি আর কী জিনিস! তোমার থেকেও মূল্যবান জিনিসও আমি ক্রয় করতে পারবো। এ কথা শুনে সে হাসতে হাসতে খাদেমদেরকে বললো, তাকে নিয়ে আমার ঘরে আসো। সে বাড়িতে গিয়ে মালিককে সব ঘটনা বললো। মালিকও হাসতে শুরু করলো এবং বললো, ওই দরবেশকে আমিও দেখতে চাই! একথা বলে তাকে ডেকে পাঠালেন। দেখার সাথে সাথে তার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হলো এবং জিজ্ঞেস করলো; আপনি কি চান? তিনি বললেন, এই বাঁদীটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। মালিক বললো, আপনি কি তার মূল্য দিতে পারবেন? তিনি বললেন, তার মূল্য কি? তার মূল্য তো আমার নিকট দুটি খেজুরের ডালের মতো। একথা শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলো এবং বললো, এই মূল্য আপনি কিভাবে নির্ধারণ করলেন? তিনি বললেন, তার ভিতরে দোষ আছে আর ক্রটিযুক্ত জিনিসের মূল্য এরকমই হয়ে থাকে। তারা বললো, তার ভিতরে কি ক্রটি

রয়েছে? তিনি বললেন, যখন সে আতর ব্যবহার না করে তার থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। যদি মুখ পরিষ্কার না করে বিশ্রী হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধ আসতে থাকে। যদি চুল না আঁচড়ায় এবং ঝুঁটি না বাধে তাহলে তা এলোমেলো এবং ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। যখন সে বৃদ্ধ হয়ে যাবে। বার্ধ্যকের কারণে তার দ্বারা কোনো কাজও নেয়া যাবে না। তার হয়েয আসে এবং পেশাব-পায়খানা অবিরামভাবে আসতে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের নাপাকি তাকে স্পর্শ করে এবং নানা ধরনের বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট এবং চিন্তা-ভাবনা তাকে অবিরতভাবে আঘাত করতে থাকে। এগুলো তো তার প্রকাশ্য দোষ। এখন তার কিছু গোপন দোষ শুনো! সে যদি কাউকে ভালোবাসে তো দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই ভালোবাসবে। তার বন্ধুত্ব সত্য বন্ধুত্ব নয়। তোমার পর সে অন্যের সাথে ওরকম ভালোবাসাই প্রকাশ করবে যেমন তোমার সাথে হচ্ছে। এই জন্য তার প্রতি আমার নিকট কোনো মূল্য নেই।

সুতরাং আমার নিকট তার থেকেও কম মূল্যের বাঁদী আছে। যে ওই সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কাফুর, জা'ফরান, জাওহার এবং নূর দ্বারা। যদি কোনো লবণাক্ত পানির মাঝে তার হাত প্রবেশ করায় তাহলে পানি মিষ্টি এবং মজাদার হয়ে যাবে। যদি সে অন্ধকারে আসে তাহলে অন্ধকার আলোকিত হয়ে যাবে। যদি সে সাজ-সজ্জা এবং সুগন্ধি মেখে দুনিয়াতে আসে তাহলে সমস্ত দুনিয়া সুসজ্জিত এবং সুগন্ধিময় হয়ে যাবে। মেশক এবং জা'ফরানের বাগান এবং ইয়াকূত এবং মারজানের শাখা প্রশাখার মাঝে সে লালিত পালিত হয়েছে। এবং বিভিন্ন ধরনের আরাম আয়েশে থাকবে। নিজের অঙ্গীকার পূরা করবে। অতঃপর মালেক ইবনে দীনার বলেন, তোমরা কে তাকে ক্রয় করবে? তারা বললো, আপনি যেমন প্রশংসা করলেন তাকে কে ক্রয় করতে পারবে? শায়েখ আরো বললেন, তাকে ক্রয় করার মূল্য সর্বক্ষণ সবার নিকট আছে। তাকে পাওয়ার জন্য কোনো কিছুই খরচ করতে হবে না। তাকে পাওয়ার জন্য রাতে কিছুক্ষণ সব আরাম-আয়েশ থেকে বিরত থেকে ইখলাছের সাথে দুই রাকাত নামাজ আদায় করো। যখন তোমার নিকট কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খানা চাইবে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খানা দিয়ে

দাও। তার মূল্য এই যে, নিজের জীবনকে সংকীর্ণতা, দারিদ্রতা এবং অল্পতুষ্টির মাঝে অতিবাহিত করো। দুনিয়ার ধোঁকাকে অন্তর থেকে চিরদিনের জন্য দূরে নিক্ষেপ করো। লোভকে অন্তর থেকে দূরে সরিয়ে অল্পতুষ্টিকে নিজের সাথী বানিয়ে নাও। তাহলে ফলাফলে তোমার দুনিয়ার জীবনেও শান্তি হবে এবং পরকালে জীবনে পরম শান্তিতে থাকা যাবে।

ওই ব্যক্তি এসব কথা শুনে বাঁদীকে বললো, শুনেছো! সে এসব সত্য বলেছে নাকি মিথ্যা বলেছে? বাঁদী বললো, সে সত্য বলেছে। মালিক বললো, যদি তা সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম এবং আমার অমুক অমুক সম্পদ তোমাকে দিয়ে দিলাম। এবং গোলামদেরকে লক্ষ্য করে বললো, তোমাদেরকেও আযাদ করে দিলাম। এবং অমুক অমুক জমিন তোমাদের জন্য। এবং আমার এই ঘর এবং সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। অতঃপর দরজার নিকট থেকে একটি মোটা কাপড় পরিধানকরলো এবং অহংকারী পোশাক খুলে ফেললো। বাঁদী এ অবস্থা দেখে বললো, তোমার পর আমার আর কে আছে! এবং সেও অহংকারী পোশাক খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান করে তার মতোই হয়ে গেলো। হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ, তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। এদিকে তারা দুজন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকলো এবং এভাবেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলো। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন। আমীন। (রওজুর রায়্যাহীন)

আযানের আওয়াজের উপর হরদের সাজ-সজ্জা

হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবি মারায়াম সুলুলী (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

كَلَّمَانَادَى الْبُنَادَى فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدَّعَاءُ وَتُرِيزُنْ
الْحُورُ الْعِينُ.

অর্থ : যখন মুয়াজ্জিন আজান দেয় তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দু'আ কবুল করা হয়। হরে ঈনকে সাজ-সজ্জা করা হয়। (আলবাদুর্কুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৫৬)

ফায়দা : উক্ত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয় এবং মানুষ নামাজে আসে তখন তাদের আমল আসমানে উঠানোর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর যেহেতু আযানের সময় দু'আ কবুল হয় এই জন্য বলা হয়েছে দু'আ কবুল করা হয়। আর যখনই কোনো মানুষ নেক কাজ করে তার জন্য জান্নাতে হ্রদেরকে সাজ-সজ্জা করা হয়। এবং তারা আশায় থাকে যে, হতে পারে তাদেরকে কোনো এক নেক বান্দার জন্য নির্ধারণ করবে। আর যে হ্রকে কোনো নেককার বান্দার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; সে তার স্বামীর নেক আমলের খুশিতে এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধির খুশিতে এবং নিজের স্বামীকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য আযানের সময় সাজ-সজ্জা করা হয়। আল্লাহ ভালো জানেন।

দুনিয়ার মহিলারা হ্রদের থেকে বেশি মর্যাদাবান হবে

হযরত হাব্বান ইবনে আবি জাবালা রহ. বলেন, যখন দুনিয়ার মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের নেক আমলের কারণে হ্রদের থেকে বেশি মর্যাদা দেয়া হবে। (সৌন্দর্যের মাঝেও এবং মর্যাদার মাঝেও।) (সিফাতুল জান্নাত: ইবনে আবিদ দুনিয়া: ২৭৯, তায়কিতুল কুরতুবী: ২/৪৭৭)

সত্তর হাজার গুণ বেশি মর্যাদাসম্পন্ন হবে

ফায়দা : আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ الْأَدَمِيَّاتِ أَفْضَلُ مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ بِسَبْعِينَ أَلْفَ ضِعْفٍ.

অর্থ : দুনিয়ার মহিলাগণ হ্র থেকে সত্তর হাজার গুণ বেশি উত্তম হবে। (তায়কিতুল কুরতুবী: ২/৪৭৭)

দুনিয়ার মহিলাদের সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর বন্ধু জান্নাতে এক সিংহাসনে সমাসীন হবে সেটা পাঁচশত বছরের সফরের দূরত্ব পরিমাণ উঁচু হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفُرْشٌ مَرْفُوعَةٌ (উঁচু সিংহাসন হবে।) লাল

ইয়াকূতের সিংহাসন হবে যার দুটি সবুজ যমুররুদের পাখা থাকবে। তার উপর সত্তরটি বিছানা হবে যার বাউন্ডারি হবে নূরের। বাহিরের অংশ পাতলা রেশমের হবে এবং ভিতরের অংশ মোটা রেশমের হবে। যদি উপরে অংশ নিচে লটকানো হয় চল্লিশ বছরেরও সেটা নিচ পর্যন্ত পৌঁছবে না। সেই সিংহাসনে একটি সোফা থাকবে যেটা মোতি দ্বারা নির্মিত হবে। তার উপর সত্তরটি নূরের পর্দা থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ.

জান্নাতি এবং তার স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়াতে সোফায় হেলান দিয়ে বসে থাকবে। (সূরা ইয়া-সীন : আয়াত-৫৬)

ছায়ার দ্বারা উদ্দশ্য গাছের ছায়া নয়; বরং, জান্নাতি স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বগলে চেপে ধরে থাকবে, তাতে না স্বামীর তৃপ্তি শেষ হবে না স্ত্রীর তৃপ্তি শেষ হবে। যখন মাথা উঠাবে দেখবে যে, আরেকজন স্ত্রী তার দিকে উঁকি দিচ্ছে। এবং সে জান্নাতিকে বলবে, আমার কি তোমার নিকট কোনো অংশ নেই? জান্নাতি বলবে, এসো, হে আমার প্রিয়তমা! তুমি কে? সে বলবে, আমি ওই স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلَكِنَّا مَزِيدٌ (আমার নিকট আরো অতিরিক্ত রয়েছে।) সুতরাং তার ওই সিংহাসন বা সোনার দুই পাখাবিশিষ্ট সোফা উড়ে ওই স্ত্রীর নিকট যাবে। যখন জান্নাতি ওই স্ত্রীকে দেখবে পূর্বের স্ত্রীর থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি নূরের সৌন্দর্য দেখতে পাবে। সে তার সাথেও চল্লিশ বছর পর্যন্ত বুক মিলিয়ে থাকবে। কেউ কারো থেকে পৃথক হবে না। যখন সে সেখান থেকে মাথা উঠাবে সে তার কামরা থেকে অভিনব এক নূরের ঝলক দেখতে পাবে। তখন সে অস্তির হয়ে বলবে, কোনো সম্মানিত ফেরেশতা কি উঁকি দিয়েছেন নাকি আল্লাহ তা'আলা সাক্ষাৎ করেছেন?

তখন ফেরেশতার উত্তর দিবে; না কোনো ফেরেশতা তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন না তোমার প্রভু তোমাকে উঁকি দিয়েছেন। সে বলবে, তাহলে

এই নূর কিসের? ফেরেশতারা বলবে, সে হলো তোমার দুনিয়ার স্ত্রী। সেও জান্নাতে তোমার সাথে আছে। সেই উঁকি দিয়ে তোমাকে দেখেছে। এবং হরকে তোমার বগলে চেপে রাখাকে দেখে হেসেছে। আর ঘরের মাঝে যে নূর দেখেছো তা হলো তার সামনের দাঁতের চমকপ্রদ নূর। যখন মাথা উঠাবে, দেখবে সে জান্নাতিকে বলবে, হে আল্লাহর অলি! আমার কি তোমার নিকট কোনো অংশ নেই? জান্নাতি বলবে, এসো, হে আমার প্রিয়তমা! তুমি কে? সে বলবে, আমি ওই স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ** **أَعْيُنُ** কোনো জান্নাতি জানেনা তাদের চক্ষুর শীতলতার জন্য কি কি গোপন রাখা হয়েছে)।

সুতরাং তার ওই সিংহাসন বা সোনার দুই পাখাবিশিষ্ট সোপা উড়ে ওই স্ত্রীর নিকট যাবে। যখন জান্নাতি ওই স্ত্রীকে দেখবে পূর্বের স্ত্রীর থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি নূরের সৌন্দর্য দেখতে পাবে। জান্নাতি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তার অধিক সৌন্দর্যের কারণ হলো সে দুনিয়াতে রোজা রেখেছে, নামাজ আদায় করেছে এবং আরো অন্যান্য ইবাদত করেছে। সে জান্নাতের সমস্ত মহিলা থেকে রূপে গুণে অপূর্ব হবে। সে তার সাথেও চল্লিশ বছর পর্যন্ত বুক মিলিয়ে থাকবে। কেউ কখনো ক্লান্তও হবে না এবং অতৃপ্তিও অনুভব করবে না। সে জান্নাতির সামনে ইয়াকূতের নূপুর পরিধান করে দাঁড়াবে। যখন তার সাথে মিলনের ইচ্ছা করবে তখন তার নূপুর থেকে জান্নাতি পাখিদের সুমধুর আওয়াজ শোনা যাবে। যখন তার হাত স্পর্শ করবে তা হাড়িডর মগজের থেকেও অধিক নরম হবে। তার হাত থেকে জান্নাতের সুগন্ধি প্রকাশ পাবে। সে সত্তর জোড়া পোশাক পরিহিতা থাকবে। যদি তার ওড়না দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে যাবে। তার পোশাক নূর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। পোশাকের কিছু অংশ সোনার দান্তানা, কিছু রূপার দান্তানা এবং কিছু অংশ মোতির দ্বারা বানানো হয়েছে। তার পোশাক মাকড়সার জালের থেকেও

পাতলা হবে। ওয়নে ছবি থেকেও বেশি হালকা হবে। পোশাক এমন সূক্ষ্ম হবে, যে কারণে স্ত্রীর পিভলীর মগজ পর্যন্ত দেখা যাবে। পোশাকের জাঁকজমকের কারণে হাড়ি, গোশত এবং চামড়াও চমকাইতে থাকবে।

পোশাকের ডান হাতায় লেখা থাকবে— **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ**

এবং বাম হাতায় লেখা থাকবে **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ** তার

বুকের উপর লেখা থাকবে **حَبِيبِي إِنَّا لَكَ لَا أُرِيدُ بِكَ بَدَلًا**

ওই রমণীদের বুক পুরুষের আয়না হবে। পঁচিশ বছরের হবে। প্রশস্ত দাঁতের অধিকারী হবে। যখন মুচকি হাসবে সামনের দাঁত থেকে নূর চমকাইতে থাকবে। যদি মানুষ তাদের কথা-বার্তা শুনে তাহলে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যাবে। যখন তারা জান্নাতির সামনে দাঁড়াবে তাদের পিভলীর নূর এবং সৌন্দর্য পা থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি হবে। এবং রানের নূর এবং সৌন্দর্য পিভলী থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি হবে। এবং নিতম্বের নূর এবং সৌন্দর্য রান থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি হবে। এবং পেটের নূর এবং সৌন্দর্য নিতম্ব থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি হবে। এবং বুকের নূর এবং সৌন্দর্য পেট থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি হবে। এবং চেহারার নূর এবং সৌন্দর্য বুক থেকে এক লক্ষ গুণ বেশি হবে। যদি তারা সমুদ্রের মাঝে তাদের লালা ফেলে সমগ্র সমুদ্র মিষ্টি হয়ে যাবে। যদি তারা ঘরের ছাদ থেকে দুনিয়ার দিকে উঁকি দেয় তাহলে তার নূর এবং সৌন্দর্য সূর্য এবং চাঁদের আলোকে নিশ্চিন্ত করে দিবে। তার মাথায় লাল ইয়াকূতের মুকুট থাকবে যার উপর মোতি এবং মারজানের জোড়া থাকবে। তার ডান দিকে চুলের এক লাখ কেশগুচ্ছ থাকবে। সেগুলোর কোনোটি নূরের, কোনোটি ইয়াকূতের, কোনোটি মোতির, কোনোটি যবরযদ পাথরের, কোনোটি মারজান পাথরের এবং কোনোটি জাওহারের হবে। তাকে যুমুররুদ, লাল এবং সবুজ রঙ্গের মুকুট পরিধান করানো হবে। বিভিন্ন রঙ্গের মোতি হবে

যার থেকে নানা প্রকারের সুগন্ধি প্রকাশ পেতে থাকবে। জান্নাতের সুগন্ধিগুলো তার প্রত্যেক চুলের নিচে হবে। প্রত্যেক কেশগুচ্ছের মোতি এবং জাওহারের উজ্জ্বলতা চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। অনুরূপ তার বাম দিকেও হবে। সে মেশক আমরের মাঝে ডুবন্ত থাকবে। তার ডান দিকে এক লক্ষ খাদেম থাকবে এবং প্রত্যেকে একটি করে কেশগুচ্ছ ধারণ করবে। এবং তার বাম দিকেও এরকমই থাকবে। এবং তার পিছনেও এক লক্ষ্য খাদেম থাকবে। এবং প্রত্যেকেই একটি করে চুলের গুচ্ছ উঠিয়ে পিছে পিছে চলতে থাকবে। এবং ওই স্ত্রীর সামনে এক লক্ষ খাদেম চলতে থাকবে। তাদের নিকট মোতির আংটি থাকবে যেখানে আগুন না থাকা সত্ত্বেও ধোঁয়া বের হতে থাকবে এবং পুরো জান্নাত সুগন্ধিময় হয়ে যাবে। এবং উহা একশত বছরের দূরত্ব থেকে অনুভব করা যাবে। কেমন জানি তারা মোতি দ্বারা তৈরি থাকবে। তাদের কখনো মৃত্যু আসবে না। বালকদের আধিক্যতার কারণে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। এই স্ত্রী দাঁড়িয়ে আল্লাহর বন্ধুর অস্থিরতা এবং আনন্দ দেখে মজা নিতে থাকবে এবং তার সাথে আনন্দিত হয়ে এক পর্যায়ে তার স্বামীর উপর ফেদা হয়ে যাবে।

অতঃপর সে বলবে, হে আল্লাহর বন্ধু! আপনি আনন্দের সাথে আমার দিকে দৃষ্টি দিন। এবং সে তার সামনে হাজার প্রকারের নাচ দেখাবে এবং প্রত্যেক নাচে নূরের সত্তর জোড়া পোশাক প্রকাশ পেতে থাকবে। এবং তার চুল উত্তলনকারীরা তার সাথেই থাকবে। সে প্রেমের ছলনায় এবং কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গিমায় আঁকা বাঁকা হয়ে শরীরের বিভিন্ন আকর্ষণীয় অঙ্গ দেখিয়ে নৃত্যের সাথে চলতে থাকবে। এভাবেই অপরূপা সুন্দরী হয়ে আনন্দ এবং মস্তি দেখাতে থাকবে আর মুচকি হাসবে। যখন সে কোনো দিকে ঘুরবে তার খাদেমগুলোও তার সাথে তার চুল নিয়ে ঘুরে যাবে। বাদ্য যন্ত্রও তার তালে ঘুরে যাবে। উভয় পাশের খাদেমরাও তার সাথে

ঘুরে যাবে। আল্লাহ তাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যদি সে সামনের দিকে থাকে তবুও তার চেহারা সামনে থাকবে এবং যদি পিছনের দিকে ঘুরে তবুও তার চেহারা সামনে থাকবে। সবসময় তার চেহারা স্বামীর সামনে থাকবে। জান্নাতি সবকিছু দেখবে। যখন সে এক লক্ষ প্রকারের নাচ দেখিয়ে বসবে তার রান সিংহাসনের বাহিরে থাকবে। তার অভিনব দৃশ্য দেখে জান্নাতি এমন অস্থির এবং আসক্ত হবে যদি আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে জান্নাতি খুশিতে মৃত্যুবরণ করতো। যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে শক্তি না দিতেন তাহলে সে ভয়ে তার দিকে তাকাতেই পারতো না। তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যেতো। সে তার স্বামীকে বলবে, হে আল্লাহর অলি! তুমি জান্নাতে আরাম-আয়েশ এবং আনন্দ-উল্লাস করো কেননা এখানে কখনো মৃত্যু হবে না।

(ইমাম ইবনে জাওযী: পৃ. ১৯৪-১৯৬)



হরদের মহর

সৎকাজের বিনিময়ে পবিত্র জী

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ.

অর্থ : হে নবী! আপনি ঈমানদার এবং সৎকর্মপরায়ণশীলদেরকে এমন
জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে।
যখনই তাদের সামনে কোনো ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে, ইহা
তো হুবহু দুনিয়ার ফলের মতই দেখা যাচ্ছে যা আমরা ইতি পূর্বেও লাভ
করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে; কিন্তু
স্বাদ ভিন্ন থাকবে। এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র রমণীগণ থাকবে।
এবং সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। (সূরায় বাকারা : আয়াত নং-২৫)

আখিরাতের মহর

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রহ. বলেন, দুনিয়াকে ছেড়ে দেয়া অনেক
কঠিন বলে তবে আখিরাতের পুরস্কারগুলো ছুটে যাওয়া তার থেকেও অনেক
অনেক বেদনাদায়ক। অথচ দুনিয়া ছেড়ে দেয়াটা আখিরাতের মহরের
অধিকার। (তায়কিরাতুল কুরতুন্নী: ২/৪৭৮)

মসজিদ পরিষ্কার করাটাই হরে ঈন এর মহর

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা, থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

كُنْتُ الْمَسَاجِدِ مُهُورُ الْحُورِ الْعَيْنِ.

অর্থ : মসজিদ পরিষ্কার করাটাই হরে-ঈনের মহর।

(তায়কিরাতুল কুরতুরবী: ২/৪৭৮)

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিসি সরিয়ে দেয়া হরের মহর

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

يَا عَلِيُّ أَعْطِ الْحُورَ الْعَيْنِ مُهُورَ هُنَّ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَآخِرُ
الْقِمَامَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَلِكَ مَهْرُ الْحُورِ الْعَيْنِ.

অর্থ : হে আলী! রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিসি ফেলে দেয়ার মাধ্যমে এবং মসজিদ থেকে ময়লা-আবর্জনা ফেলে দেয়ার মাধ্যমে হরের মহর আদায় করো। কেননা উহা হলো হরের মহর। (মুনাদুল ফেরদাউস : ৫/৩২৮, জুহরুল ফেরদাউস: ৪/৩০৪)

সদকা করাও হরের মহর

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজুর (সা.) বলেন,

مُهُورُ الْحُورِ الْعَيْنِ قَبْضَاتُ التَّيْرِ وَفَلَقُ الْخُبْزِ.

অর্থ : মিষ্টি খেজুর এবং রুটির টুকরা (ছদকা করা) হরে-ঈনের মহর।

(তায়কিরাতুল কুরতুরবী: ২/৪৭৯)

সাধারণ ছদকার দ্বারাও জান্নাতের হর মিলবে

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, তোমরা অমুকের মেয়েকে অধিক মহর দেয়ার মাধ্যমে বিবাহ করে থাকো। অথচ হরে-ঈনকে একটি লোকমা, খেজুর এবং সামান্য পরিমাণ কাপড় না দিয়ে (ছদকা না করার দ্বারা) ছেড়ে দাও। (তায়কিরাতুল কুরতুরবী: ২/৪৭৯)

চার হাজার কোরআন খতমের বিনিময়ে হর ক্রয় করার ঘটনা

হযরত মুহাম্মদ ইবনে নুমান মুকরী রহ. বর্ণনা করেন, আমি হযরত জালা মুকরী (রহ.) এর সাথে মক্কার মসজিদে হারামে বসা ছিলাম। আমাদের সামনে দিয়ে এক জীর্ণশীর্ণ দুর্বল ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করে অতিক্রম করতেছিলো। হযরত জালা রহ. তার নিকটে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে আবার আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি জানো এই ব্যক্তি কে? আমরা বললাম, না। সে বললো, সে চার হাজার কোরআন খতম করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে হুরে-ঈন ক্রয় করে নিয়েছে। যখন সে চার হাজার খতম পরিপূর্ণ করেছে স্বপ্নে সে হুরে-ঈনকে অলংকার এবং অভিনব পোশাকসহ দেখেছে। এবং জিজ্ঞেস করেছে যে, তুমি কার জন্য? সে বললো, আমি ওই ব্যক্তির জন্য যে চার হাজার কোরআন খতমের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আমাকে ক্রয় করে নিয়েছে। (তাযকিরাতুল কুরতুবী: ২/৪৭৯)

হরের আশা পোষণকারী ঘুমাতে পারে না

হযরত সাহনুন রহ. বলেন, মিসরের সাঈদ নামে এক ব্যক্তির মা খুব ইবাদত করতো। যখন সে রাতে নফল নামাজে দাঁড়াতো তার মাও তার পিছে দাঁড়িয়ে যেতো। যখন সে ঘুমের কারণে তন্দ্রার মতো হতো তখন তার মা তাকে আওয়াজ দিয়ে বলতো, হে সাঈদ! ওই ব্যক্তি ঘুমায় না যে দোযখকে ভয় করে এবং অতীব সুন্দরী হরের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। সুতরাং, সে তার দ্বারা প্রভাবতি হয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতো। (তাযকিরাতুল কুরতুবী: ২/৪৭৮)

তাহাজ্জুদের নামাজ হরের মহর

হযরত সাবেত রহ. বলেন, আমার সম্মানিত পিতা রাত জেগে দাঁড়িয়ে ইবাদতে লিপ্ত থাকতো। সে বলতো, আমি স্বপ্নে এমন একজন মেয়েকে দেখেছি যার দুনিয়ার কোনো সাদৃশ্য হতে পারে না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তুমি কে? সে উত্তরে বলেছে, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দি।

আমি বললাম, আমাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও। সে বললো, আমার সাথে বিবাহ করার প্রস্তাব তুমি আল্লাহর নিকট পেশ করো। এবং আমার মহর আদায় করো। আমি বললাম, তোমার মহর কি? সে বললো, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করা হলো আমার মহর।

(তযক্কিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৭৮)

রাত জেগে ইবাদত করলে হরের সান্নিধ্য লাভ হবে

হযরত মুযার আলকারী রহ. বলেন, এক রাতে গভীর ঘুমের কারণে অজীফা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট এক মেয়েকে দেখতে পেলাম। আমি তার হাতে একটি কাগজ দেখলাম। সে বললো, তুমি কি ইহা পড়তে পারবে? আমি বললাম, কেনো পারবো না। তাহলে তুমি ইহা পড়ে নাও। আমি তা খুলে দেখলাম সেখানে লেখা আছে—

الهتك اللذائذ والاماني عن الفردوس الظلل الدواني

ولذة نومة من خير عيش مع الخيرات في غرف الجنات

تبقى من منامك ان خيرا من النوم التهجذ بالقرآن

অর্থ : (দুনিয়ার) খাহেশাত এবং স্বাদ তোমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস এবং তার সুশীতল ছায়া থেকে উদাসীন করে দিয়েছে। এবং ঘুমের স্বাদ জান্নাতের বালাখানায় অতীব সুন্দরী মেয়ের সাথে আনন্দ করা থেকে।

উঠো, জাগ্রত হয়ে যাও। কেননা ঘুম থেকে পবিত্র কোরআন দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় করা উত্তম এবং ভালো। (তযক্কিরাতুল কুরতুবী: ২/৪৮০)

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.) এর ঘটনা

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.) বর্ণনা করেন, আমার কিছু অজীফা এমন যা আমি প্রতি রাতে আদায় করে ঘুমাতাম। এক রাতে আমি অজীফা না আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একজন অপরাধী

সুন্দরী মেয়ে একটি কাগজ হাতে আমাকে বললো, তুমি কি ইহা পড়তে পারবে? আমি বললাম, পারবো। সে আমাকে তা দিলে তাতে লেখা ছিলো-

لهاك النوم عن طلب الاماني وعن تلك الوانس في الجنة
تعيش مخلص الاموت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان
تنبه من منامك ان خيرا من النوم التهجذ بالقرآن

অর্থ : ১. তোমাকে তোমার ঘুম (জান্নাতের) তামান্না থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এবং জান্নাত প্রিয় কুমারী থেকে।

২. তুমি সর্বদায় জান্নাতে জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তুমি জান্নাতের তাঁবুতে সুন্দরী স্ত্রীদের আনন্দে উল্লাসে দিন কাটাবে।

৩. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যাও কেননা ঘুম থেকে উত্তম হলো কোরআন পাঠের সাথে তাহাজ্জুদ আদায় করা। (তায়কিরাতুল কুরতুবী: ২/৪৮০)

রূপ-লাবণ্যে সৃষ্ট বালিকা এবং তার মহর

হযরত শায়েখ মাজহার সা'দী রহ. আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় লাগাতার ষাট বছর পর্যন্ত কাঁদতেছিলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, বিশুদ্ধ মেশকের দ্বারা একটি নহর প্রবাহিত হচ্ছে। এবং তার তীরে মোতির গাছ যা সোনার ডাল দ্বারা সাজানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই রূপ-লাবণ্যে ভরপুর কিছু বালিকা উঁচু আওয়াজে এই শব্দগুলো বললো-

سبحان المسبح بكل لسان سبحان الوجود بكل مكان سبحان الدائم في كل زمان سبحان سبحانه.

আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কে? তারা বললো, আমরা আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্টি। আমি বললাম, তোমরা এখানে কি করতেছো? উত্তরে তারা বললো,

ذرانا اله الناس رب محمد لقوم على الاقدام بالليل قوم
بنّا جون رب العالمين لحقهم ويسرى هبوم القوم والناس نوم

অর্থ : আমাদেরকে মানুষের রব মুহাম্মদ (সা.)-এর ওই উম্মতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যারা রাতে দাঁড়িয়ে তার প্রভুর ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলার নিকট তার অধিকার আদায়ের জন্য ফরিয়াদ করে। রাতে লাগাতার যিকির করতে থাকে যখন লোকেরা ঘুমে থাকে আমি বললাম, তারা কোন লোক হবে যাদের চক্ষু আল্লাহ 'তা'আলা শীতল করবেন? তারা বললো, তুমি কি আসলেই জানো না? আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি জানি না! বললো, তারা হলো ওই সমস্ত লোক যারা রাতে না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদে লিপ্ত থাকে। (তাযকিরাতুল কুরতুবী: ২/৪৮০)



হর এবং স্ত্রীদের সাথে সহবাস

হরদের সাথে বিবাহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ**

অর্থ : আমি জান্নাতিদেরকে হরেঈনের সাথে বিবাহ দিবো।

(সূরায়ে হুর : আয়াত নং-২০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ

অর্থ : নিশ্চয় ওই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে।

(সূরায়ে ইয়াসীন : আয়াত নং-৫৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতিরা জান্নাতের কুমারীদের নিকট আসা যাওয়ার ব্যস্ততায় থাকবে। আলবাদূরুস সাফিরা; হাদীস নং-২০৬৭, তাফসীরে ইবনে জারীর: ২৩/১৮।

হযরত ইবনে মাস'উদ (রা.) তিনিও একই ব্যাখ্যা করেন। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৬৮, তাফসীরে ইবনে জারীর: ২৩/১৮, দররে মানছুর: ৬/২২৬, হাদিউল আরওয়াহ; পৃ. ৩০৯)

হযরত ইকরামা এবং হযরত আওজাঙ্গ রহ. থেকেও এমনটাই বর্ণিত আছে। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং- ২০৬৮, তাফসীরে ইবনে জারীর: ২৩/১৭, দররে মানছুর: ৬/২২৬, হাদিউল আরওয়াহ; পৃ. ৩০৯)

জান্নাতে সহবাসও হবে

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, হুজুর (সা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতে কি মিলনও হবে? তিনি বলেন,

دَحَامًا دَحَامًا لَا مَنَى وَلَا مَنِيَّةَ

অর্থ : খুব জোশের সাথে মিলন করবে। না পুরুষের বীর্য বের হবে। না তার মৃত্যু হবে। (আলবাদূরুস সাফিরা: হাদীস নং-৬৯, সিফাতুল জান্নাত: আবু নাদ্ঈম: পৃ. ৩৬৭, দূররে মানছুর: ১/৪০, হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ৩০৮)

জান্নাতি এক ব্যক্তির একশত পুরুষের শক্তি হবে

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ مِائَةِ يَغْنَى فِي الْجَمَاعِ.

অর্থ : জান্নাতি মুমিনকে মিলনে একশত পুরুষের শক্তি দেয়া হবে। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৭০, তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং-২৫৩৬, হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ৩০০)

একদিনে এককশত মহিলার কাছে যেতে পারবে

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হুজুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের নিকট যেতে পারবো? তিনি বলেন, জান্নাতে এক ব্যক্তি একদিনে একশত স্ত্রীর নিকট যেতে পারবে। (আলবাদূরুস সাফিয়া হাদীস নং ২০৭১, সিফাতুল জান্নাত: আবু নাদ্ঈম: পৃ. ৩৭৩, দূররে মানছুর: ১/৪০ হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ৩০০)

জান্নাত (বীর্য) মেশক আশ্বর হয়ে বের হবে

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ الْبَوْلَ وَالْجَنَابَةَ عِرْقٌ يَسِيلُ عَنْ تَحْتِ جَوَانِبِهِمْ إِلَى أَقْدَامِهِمْ مُسَكًّا.

অর্থ : পেশাব এবং বীর্য ঘামের মতো পার্শ্ব থেকে বের হয়ে পা পর্যন্ত যেতে যেতেই মেশক হয়ে যাবে। (আলবাদূরুস সাফিরা হাদীস নং-২০৭৮)

মহিলা সহবাসের পর নিজে নিজেই পবিত্র হয়ে যাবে

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হুজুর (সা.) বলেন,

أَنْطَأُ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ دَحْمًا دَحْمًا فَإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَهَّرَةً بَكْرًا.

অর্থ : (কেহ জিজ্ঞেস করলো) আমরা কি জান্নাতে মিলনও করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান! খুব জোশ এবং আনন্দের সাথে (মিলন করবে)। জান্নাতি যখনই স্ত্রীর সাথে মিলন শেষ করবে সাথে সাথে তার স্ত্রী পবিত্র এবং কুমারী হয়ে যাবে। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৮১, দুররে মানছুর : ১/৪০, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৮)

জান্নাতী নারীরা পুনরায় কুমারী হয়ে যাবে

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا جَامَعُوا نِسَاءَهُمْ عَادَتْ أَبْكَارًا.

অর্থ : জান্নাতি যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তারা পুনরায় কুমারী হয়ে যাবে। (আলবাদূরুস সাফিরা: হাদীস নং-২০৮২, সিকাতুল জান্নাত: আবু নাইম : ৩৯২, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ১০/৪১৮)

পরস্পর থেকে আকর্ষণ শেষ হবে না

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ فِي الدُّنْيَا بِأَعْرَفَ بِأَزْوَاجِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَزْوَاجِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ فَيَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِمَّا يَنْشِئُ اللَّهُ وَثْنَتَيْنِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ لَهَا فَضْلٌ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ بَعْبَادَتِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا يَدْخُلُ عَلَى الْأُولَى مِنْهَا فِي غُرْفَةٍ مِنْ يَأْقُوتَةِ عَلَى سُرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ مَكْلَلٍ بِاللُّؤْلُؤِ عَلَيْهَا سَبْعُونَ زَوْجًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ وَانَّهُ لِيَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ

كتفيتها ثم ينظر الى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها وانه
 لينظر الى مخ ساقها كما ينظر احدكم الى السلك في قضة الياقوت كبده لها
 مرآة وكبدتها له مرآة فبينما هو عندها لا يملها ولا تملها ولا يأتيها من مرة الا
 وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا تشتكى قبلها فينا هو كذلك اذنودي انا قد
 عرفنا انك لاتمل ولا تمل الا انه لا منى ولا منية الا ان تكون له ازواج غيرها
 فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء
 احسن منك وما في الجنة شيء احب الى منك.

অর্থ : ওই সত্তার কসম যিনি আমাকে সত্যবাদী করে পাঠিয়েছেন! তোমরা
 দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে এবং বাসস্থানকে জান্নাতীদের স্ত্রী এবং তাদের
 বালাখানার চেয়ে বেশি জানো না। জান্নাতি প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের ওই
 বাহ্যন্তরজন স্ত্রী নিকট যাবে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা (স্বীয় কুদরতে)
 নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে দুইজন স্ত্রী আদম সন্তান থেকে
 হবে এবং এই দুইজন স্ত্রী তাদের সকলের উপর মর্যাদাশীল হবে। এবং
 তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নুতন আগ্নিকে সৃষ্টি করবেন; কারণ তারা
 দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদত করতো। জান্নাতি তাদের একজনের নিকট
 ইয়াকূতের বালাখানার মাঝে স্বর্ণের পালঙ্গের উপর উপস্থি অবস্থায় প্রবেশ
 করবে। তার পালঙ্গে মোতির মুকুট থাকবে। ওই স্ত্রী সত্তার জোড়া মোটা
 এবং পাতলা রেশমের কাপড় পরিহিত থাকবে। জান্নাতি তার কাঁধে (পিঠে)
 হাত রাখবে। পিছন দিক থেকেই তার কাপড়, চামড়া এবং গোশত দেখা
 যাবে। সে তার স্ত্রীর পিভলীর গোড়া দেখতে থাকবে। যেমনিভাবে তোমরা
 ইয়াকূতের মোতির ছিদ্রে সুতা দেখে থাকো। পুরুষের বুকের ভিতরের
 অংশ মহিলার জন্য আয়না হবে এবং মহিলার বুকের ভিতরের অংশ
 পুরুষের জন্য আয়না হবে। এভাবেই তারা পরস্পর সময় কাটাতে
 থাকবে। না পুরুষের মহিলা থেকে স্বাদ শেষ হবে, না মহিলার পুরুষ
 থেকে স্বাদ শেষ হবে। যখনই সে তার সাথে মিলন করবে প্রতিবারই
 তাকে কুমারী পাবে। না পুরুষের মাঝে ক্লান্তি আসবে, না মহিলার
 লজ্জাস্থান সুস্থি বা কষ্ট পাবে। তারা উভয়েই ওই অবস্থায় থাকবে।

এমনকি তাকে আওয়াজ দেয়া হবে যে, আমি জানি? না তুমি নিশ্চয় হবে, না তোমার স্ত্রী ক্লান্ত হবে। কেননা সেখানে না পুরুষের পানি বের হবে না মহিলার পানি বের হবে; তাই তারা কখনো ক্লান্ত হবে না। বরং তার আরো অনেক স্ত্রী থাকবে আর সে পালাক্রমে সকলের নিকট যাবে। সে যখনই কোনো মেয়ের নিকট যাবে মেয়ে তাকে বলবে, আল্লাহর কসম! জান্নাতে তোমার থেকে অতীব সুন্দর আর কোনো জিনিস নেই। এবং জান্নাতে তোমার থেকে অধিক প্রিয় আমার অন্য কোনো জিনিস নেই। (হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ২৯৭, দূররে মানছুর; ৫/৩৩৯, তাফসীরে ইবনে কাছীর : ৩/২৭৬, তাফসীরে ইবনে জারীর : ২/৩৩০)

একটি তাঁবুর কয়েকজন হর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রহ.) (আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْبَةً مِنْ لَوْلُؤٍ مَجُوفَةٍ طَوْلُهَا سِتُّونَ مِيلًا
لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ فَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ لَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

অর্থ : জান্নাতে মুমিনের জন্য একটি আবৃত খিমা থাকবে। যা ষাট মাইল লম্বা হবে। সেখানে মুমিনের ঘরের বাসিন্দারা থাকবে। সেখানে তারা এমনভাবে থাকবে, একজন অপরজনকে দেখবে না। (বুখারী: হাদীস নং- ৩২৪৩, মুসলিম : হাদীস নং ২৮৩৮, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০১ তাযকিরাতুর কুরতুবী : ২/৪৬৭)

সতী-সাধবী লাভণ্যময়ী স্ত্রীগণ

হযরত লাকিত ইবনে আমের (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা জান্নাতে কি কি নিয়ামত উপভোগ করবো? হুজুর (সা.) বলেন-

عَلَى أَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَأَنْهَارٍ مِنْ كَأْسٍ مَابِهَا صَدَاعٌ وَلَا نَدَامَةٌ
وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَمَاءٍ غَيْرِ اسِنٍ وَفَاكِهَةٍ لِعُجْرِ الْهَكَ مَبًّا

تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْلَنَا فِيهَا
 أَزْوَاجٌ مُصْلِحَاتٌ؟ قَالَ الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ تَكْذِبُوا بِهِنَّ مِثْلَ
 لَذَاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيُلْذِكُمُ غَيْرَ أَنْ لَا تُؤَادَدُوا.

অর্থ : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ মধুর নহর থাকবে। এবং এমন নহর (শরাব) থাকবে না তার মাঝে কোনো নিশা থাকবে, না লজ্জা থাকবে। এমন পানি হবে যা কখনো খারাপ হবে না। এমন ফল হবে, তোমার প্রতিপালকের কসম! তোমরা জানবে যে, উহা অনেক উত্তম ফল হবে। এবং পাক-পবিত্র স্ত্রী থাকবে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য কি উপযুক্ত স্ত্রীও থাকবে? তিনি বললেন, সৎ পুরুষের জন্য সৎ স্ত্রী থাকবে। তারা স্ত্রীদের সাথে এমনভাবে ভালোবাসা তথা মিলন করবে যেমন, দুনিয়াতে তোমরা ভালোবাসা বা মিলন করে থাকো। এবং একথা অবশ্যই সত্য যে সেখানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে না। (হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ৩০৮ ও ৩১৭, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ১০/৩৩৯, কিতাবুস সুন্নাত : আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ : ১১২০, কিতাবুস সুন্নাত : ইবনে আবি আসেম : ৬৩৬)

মিলনের স্বাদ শরীরে সত্তর বছর পর্যন্ত থাকবে

সাদ্দ ইবনে জুবাইর রহ. বলেন, জান্নাতির যৌনস্বাদ তার শরীরে সত্তর বছর পর্যন্ত বিরাজ করবে, যার স্বাদ সে অনুভব করতে থাকবে। যেহেতু তার বীর্য বের হবে না তাই তার পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন হবে না। সে দুর্বলও হবে না এবং শক্তির মাঝে কোনো ধরনের কমতিও আসবে না; বরং তার মিলন স্বাদ ও নিয়ামত স্বরূপ হবে। যার মাঝে তার কোনো ধরনের বিপদ এবং দুঃখ থাকবে না। (কিতাবুত তাওহিদি : ইবনে খুজাইমা, পৃ. ১৮৬, জাদুল মা'আদ : ৩/৩৮৭)

হযরত ইবনে আবিদ দুনিয়া (রহ.) হযরত সাদ্দ ইবনে জুবাইর রহ., এর ইশারাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন- জান্নাতে পুরুষের দেহের দৈর্ঘ্য সত্তর মাইল সমপরিমাণ হবে এবং মহিলার দেহের দৈর্ঘ্য ত্রিশ মাইল সমপরিমাণ

হবে। মহিলার রান গুরু জমিনের মতো পিপাসার্ত থাকবে। পুরুষের স্বাদ মহিলার মাঝে সত্তর বছর বিরাজ করবে, যার স্বাদ অনুভব করতে থাকবে। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : পৃ. ২৭১)

হযরত ইবনে আবি শাইবা রহ. উক্ত বর্ণনাকেও এভাবে উল্লেখ করেছেন, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. বর্ণনা করেন যে, জান্নাতে পুরুষের দেহের দৈর্ঘ্য নব্বই মাইল সমপরিমাণ হবে এবং মহিলার দেহের দৈর্ঘ্য আশি মাইল সমপরিমাণ হবে। মহিলার রান গুরু জমিনের মতো পিপাসার্ত থাকবে। পুরুষের স্বাদ মহিলার মাঝে সত্তর বছর থাকবে, যার স্বাদ সে অনুভব করতে থাকবে। (মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১৩/১০৪)

প্রতিবার দেখার দ্বারা নতুন চাহিদা সৃষ্টি হবে

হযরত ইবরাহীম নখঈ রহ. বলেন, জান্নাতে যা চাওয়া হবে তাই পাওয়া যাবে, সেখানে কোনো সন্তান সম্ভূতি হবে না। জান্নাতি তার স্ত্রীকে একবার দেখলে আবার দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। (মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১৩/১১৬)

১২৫০০ স্ত্রীর সাথে মিলন

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ছাবেত রহ. বলেন, জান্নাতি পুরুষের সাথে পাঁচশত হর, চার হাজার কুমারী এবং আট হাজার (দুনিয়াতে) বিবাহিতা মহিলার সাথে বিবাহ দেয়া হবে। তাদের প্রত্যেকের সাথে সে দুনিয়ার জিন্দগী সমপরিমাণ সময় বুকে জড়িয়ে ধরে থাকবে। তাদের এ সময়ের মাঝে কেউ কাউকে বিরক্ত করবে না। তারপর তারা মিলন করবে। তারা দুনিয়ার সমপরিমাণ সময় মিলন করেও তাদের তৃপ্তি হবে না। (বরং তার থেকেও বেশি তাদের মিলনের সময়কাল হবে।) এমনভাবে তাদের সামনে এবং হাতে (খানা-পিনার) কোনো পাত্র পেশ করা হলে; ওই অবস্থাইও দুনিয়ার বয়স সমপরিমাণ সময় অতিবাহিত হবে কিন্তু তাদের মাঝে বিরক্তি আসবে না। (সিফাতুল জান্নাত ইবনে আবিদু দুনিয়া : পৃ. ২৭২)

জান্নাতি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন হরের নিকট যাবে

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন-

حدثني جبريل قال يدخل الرجل على الحوراء فتستقبله بالعانقة والمصافحة قال رسول الله ﷺ فبأى بنان تعاطيه لو ان بعض بنانها بدا للغلب ضوء الشمس والقمر ولو ان طاقة من شعرها بدت لمئات ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها فبينما هو متكئ معها على الأريكة إذ أشرف عليه نور من فوقه فيظن ان الله تعالى قد أشرف على خلقه فإذا حوراء تناديه يا ولي الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول من انت يا هذه؟ فتقول انا من اللواتي قال الله تعالى (ولدينا مزيد) فيتحول عندها فإذا عندها من الجمال والكمال ما ليس مع الاولى فبينما هو متكئ معها على اريكة اذاشرف نور من فوقه فإذا اخرى تناديه يا ولي الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول من أنت يا هذه؟ فتقول انا من اللواتي قال الله تعالى (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) فلا يزال يتحول من زوجة الى زوجة.

অর্থ : আমাকে হযরত জিবরাঈল আ. বলেছেন, জান্নাতি যখন হরের নিকট প্রবেশ করবে তখন হর তাদেরকে গলা মিলিয়ে এবং হাত মিলিয়ে স্বাগত জানাবে। হুজুর (সা.) বলেন, (তোমার কি জানা আছে) উহা কেমন হাতের আঙ্গুলের দ্বারা স্বাগত জানাবে? যদি তাদের হাতের কোনো একটি আঙ্গুলী প্রকাশ পায় তাহলে সূর্য এবং চন্দ্রের আলোকে হার মানিয়ে দিবে। যদি তাদের চুলের অল্প অংশ প্রকাশ করে তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সুগন্ধিময় করে দিবে। জান্নাতি তার সাথে মশারির ভিতরে বসা থাকবে, ইতিমধ্যেই জান্নাতে একটি নূর চমকাবে: জান্নাতি ধারণা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন; কিন্তু জান্নাতি দেখবে, সে

একজন হুর, যে তাকে ডেকে বলতেছে, হে আল্লাহর অলি! আমার পালা কি আসবে না? জান্নাতি বলবে, তুমি কে? সে বললে, আমি ওই সমস্ত মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (وَلَدِينَا) (আমার নিকট আরো বেশি আছে।) জান্নাতি তার দিকে মনোনিবেশ করবে। যখন জান্নাতি তাকে দেখবে তো পূর্বের মেয়ে থেকেও অতীব সুন্দরী সাজ-সজ্জায় দেখতে পাবে। সুতরাং সে ওই অবস্থায়ই তার সাথে সোফায় হেলান দিয়ে বসে থাকবে। হঠাৎ উপর থেকে একটি নূর চমকাবে। সে অন্য একজন হবে, যে তাকে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর অলি! আমার পালা কি আসবে না? জান্নাতি বলবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি ওই সমস্ত মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ) কেউ জানেনা ওই সমস্ত মুমিনের জন্য কি কি গোপন রাখা হয়েছে। এভাবেই জান্নাতি একজন স্ত্রী থেকে অপরজনের নিকট ঘুরতে থাকবে। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ; ১০/৪১৮, আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৩৯, তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৩)

নতুন হুর নিজের দিকে ডাকবে

হযরত ছাবেত রহ. বর্ণনা করেন, জান্নাতি সত্তর বছর পর্যন্ত হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তার সাথে তার স্ত্রী এবং চাকর চাকরানী ও উপস্থিত থাকবে। হঠাৎ ওই সমস্ত মেয়েরা যারা তাদের স্বামীদেরকে দেখে নাই তারা জান্নাতিকে বলবে, আমার কি তোমার মাঝে অধিকার নেই?

(সিফাতুল জান্নাত ইবনে আবিদ দুনিয়া : পৃ. ২৯১)

হুরের শরীরের পরিমাপ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

وَأَنَّ لَهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ لاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً سَوَىٰ أَزْوَاجِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْوَاجِدَةَ مِنْهُنَّ لَيَأْخُذُ مَقْعَدَهَا قَدْرَ مَيْلٍ مِنَ الْأَرْضِ.

অর্থ : জান্নাতির জন্য দুনিয়ার স্ত্রী ব্যতীতই হুরেঈন থেকে বাহাত্তর জন স্ত্রী হবে। তাদের প্রত্যেকের নিতম্ব জমিনের এক মাইলের সমপরিমাণ মোটা হবে। (মুসনাদে আহমাদ : ২/৫৭৩)

নোট : এই বর্ণনার মাঝে মুহাদ্দিসীনগণ কটাক্ষ করেছেন, বলেছেন যে, এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত; কেননা প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে জান্নাতি মহিলাদের দৈর্ঘ্য ষাট হাত হবে। আর এই হাদীসে এসেছে, তাদের নিতম্ব এক মাইলের সমপরিমাণ হবে।

উভয় হাদীসের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এক মাইল লম্বা নিতম্ব শুধু হুরেঈনের হবে। বাকিদের ওই রকম হবে না। কতক বর্ণনার আছে পুরুষের শরীর নব্বই মাইল হবে এবং মহিলাদের শরীর আশি মাইল হবে। কতক বর্ণনায় আছে পুরুষের শরীর ষাট মাইল হবে এবং মহিলাদের শরীর ত্রিশ মাইল হবে। যদি মাইল দ্বারা এই উদ্দেশ্য হয় যে, আরবাসীরা দুই হাত প্রসারিত করাকে মাইল বলে। তাহলে উক্ত হাদীসগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

গর্ভ এবং প্রজনন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَبْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهَى.

অর্থ : যখন কোনো জান্নাতি সন্তানের আশা করবে; মুহূর্তের মধ্যে গর্ভ, জন্ম এবং বয়স বৃদ্ধি তার ইচ্ছা মতো এক সাথে হবে। (তিরমিযী: হাদীস নং-২৫৬৩, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪৩৩৮, মুসনাদে আহমাদ : ৩/৮০৯, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৭১)

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আহলে ইলমগণ এই মাসআলার ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেছেন, কেউ বলেছেন, জান্নাতে মিলন তো হবে কিন্তু কোনো সন্তান-সন্ততি হবে না। তাদের মধ্যে রয়েছেন, হযরত তাউস রহ, হযরত মুজাহিদ রহ. এবং হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.। কিন্তু হযরত

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতি যদি সন্তানের ইচ্ছা করে তাহলে সন্তান হবে; কিন্তু জান্নাতিরা কখনো সন্তানের ইচ্ছাই করবে না। হযরত লাকিত (রহ.) এর হাদীসেও বলা হয়েছে জান্নাতিদের কোনো সন্তান হবে না। তিরমিযী : হাদীস নং ২৫৬৩।

আল্লামা সুয়ুতী রহ. বলেন, এক দল বলেন, জান্নাতে সন্তান হবে; কিন্তু সেটা ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। যা আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। একদা সাহাবা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! সন্তান তো চক্ষুর শীতলতা তাহলে কি জান্নাতে সন্তান-সন্ততি হবে? তিনি উক্ত হাদীস বলেন। (আলবাদূরুস সাফিরা: হাদীস নং ২০৮৪, সিফাতুল জান্নাত: আবু নঈম: ২৭৫, নিহায়ায়ে ইবনে কাছীর ২/৪৬৭)

আল্লামা সুয়ুতী রহ. আরো লিখেন, ইমাম ইসবাহীন রহ. তারগীবের মাঝে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন জান্নাতি সন্তানের আশা করবে তো এক মুহূর্তে গর্ভ, দুধ পান করানো, দুধ ছাড়ানো এবং যুবক হয়ে যাবে। (আলবাদূরুস সাফিরা: হাদীস নং-২০৮৫, তারীখে ইসফাহানী: ২/২৯৬, তারগীব ও তারহীব: আবু নঈম ইসবাহানী)

উক্ত হাদীস ইমাম বাইহাক্বী রহ. আবু সাইদ কুদরী (রা.) হুজুর (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৮৬ হাদিউল আরওয়াহ: পৃ. ৩১৩)

আল্লামা সুয়ুতী রহ. আরো লিখেন, আমি বলবো, এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসের বিপরীত নয়, যে হাদীসে জান্নাতে প্রজননের নিষেধাজ্ঞা এসেছে; এবং উক্ত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার মতো মিলনের পর দীর্ঘ সময়ধরে গর্ভে থাকে সেরকম হবে না; বরং ইচ্ছা করলেই সন্তান হবে আর ইচ্ছা না করলে হবে না। একথা প্রমাণিত আছে যে, জান্নাত অধিক প্রশস্ত হওয়ার কারণে নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন, যারা জান্নাতে বসবাস করবে। (হতে পারে সেটা জান্নাতিদের সন্তান-সন্ততি হবে; যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের খালি স্থানগুলোতে অবস্থান করাবেন।) সুতরাং জান্নাতিদের সন্তান-সন্ততি হতে কোনো সমস্যা নেই।

হুজুর (সা.)-এর হরদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন

হযরত ওলীদ ইবনে আবদাতা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

يَا جَبْرِيلُ قِفْ بِي عَلَى الْحُورِ الْعَيْنِ فَأَوْقِفْهُ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ؟
فَقُلْنَا نَحْنُ جَوَارِي قَوْمٍ كِرَامٍ حُلُوا فَاكُمُ يَطْعَنُوا وَشَبُّوا فَاكُمُ يَهْرُمُوا
وَنَقُوا فَاكُمُ يَذُرُّونَا.

অর্থ : হে জিবরাঈল আমাকে হরে ঈনের নিকট নিয়ে চলো; হযরত জিবরাঈল আ: তাঁকে হরদের নিকট নিয়ে গেলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা শান-শওকত এবং মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিদের ঘরের স্ত্রী; যারা জান্নাতে প্রবেশ করলে, আর বের করা হবে না। এবং যুবক থাকবে কখনো বৃদ্ধ হবে না। এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে কখনো পঁচা গান্ধা হবে না। (হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৪ তাফসীরে ইবনে জারীর : ২৭/১০২, সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : পৃ. ২৯৪, সিফাতুল জান্নাত: ইবনে কাছীর : পৃ. ১১৩)

হুরগণ যে তাঁবুর মাঝে বসবাস করবে

হাদীস। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَمَّا اسْرَى بِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ مُوضِعاً يَسَى الْبَيْدَخِ عَلَيْهِ خِيَامٌ اللَّوْلُؤُ وَالزَّبَرِ جَدِ
الْاَخْضَرِ وَالْيَاقُوتِ الْاَحْمَرِ فَقُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ يَا جَبْرِيلُ! مَا
هَذَا النِّدَاءُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الْمَقْصُورَاتُ فِي الْخِيَامِ يَسْتَأْذِنُونَ رَبَّهُمْ فِي
السَّلَامِ عَلَيْكَ فَاذْنِ لَهُنَّ فَطَفَقْنَ يَقْلْنَ نَحْنُ الرَّاظِيَّاتُ فَلَا نَسْخَطُ
أَبْدَانَهُنَّ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَنْظَعْنَ أَبْدَانَهُنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.

অর্থ : আমাকে যখন মিরাজ করানো হয়েছে আমি ‘বিদাখ’ নামক এক নহরের নিকট গেলাম। যার উপর মোতি, সবুজ যবরযদ পাথর এবং লাল ইয়াকুত পাথরের তাঁবু প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তারা (সেখানে অবস্থানকারী হুরেরা) আমাকে সালাম দিলো। আমি জিবরাঈলকে বললাম, হে জিবরাঈল এটা কাদের আওয়াজ? তিনি বললেন, তারা হলো তাঁবুতে অবস্থানকারীণী হুরগণ। আল্লাহর নিকট থেকে আপনাকে সালাম দেয়ার জন্য অনুমতি নিয়ে আপনাকে সালাম জানিয়েছে। সাথে সাথে হুরেরা বলে উঠলো, আমরা সর্বদায় রাজি থাকবো, কখনো অসন্তুষ্টি হবো না। আমরা সর্বদায় (জান্নাতে) থাকবো, কখনো বের হবো না। অতঃপর হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করেন— **حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ**। দুররে মানছুর : ৬১/১৬১, আল বা’হু ওয়ান নুসূর : ৩৭৬)

হুরদের তারানা (গান) এবং বাদ্য-যন্ত্র

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জান্নাতের লম্বায়ী সমপরিমাণ একটি নহর আছে। যার তীরে কুমারী মেয়েরা দাঁড়ানো আছে। এবং এমন সুমধুর কণ্ঠে বাদ্য-যন্ত্রের সাথে গান পরিবেশন করবে যা সৃষ্টির কেউ কখনো শ্রবণ করেনি। এমনকি জান্নাতি তার থেকে অধিক মজার জিনিস আর দেখে নি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ওই গানের মাঝে তারা কি বলবে, উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ তা’আলার তাসবহি, প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করবে। (আল বা’হু ওয়ান নুসূর : ৪২৫, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৮৯, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩২৩)

গান পরিবেশনকারী দুইজন হুর

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন—

مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا وَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُغْنِيَانِ لَهُ بِأَحْسَنِ صَوْتٍ مَا سَمِعْتَهُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَلَيْسَ بِيْزْمَارِ الشَّيْطَانِ وَلَكِنَّ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ.

অর্থ : যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের প্রত্যেকের মাথা এবং পায়ের নিকট দুইজন হর থাকবে; যারা তাদেরকে সুমধুর কণ্ঠে বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান শুনাবে যা মানুষ এবং জিন কখনো শ্রবণ করেনি। উহা শয়তানের বাদ্য-যন্ত্র হবে না; বরং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করা হবে। (আল বা'ছু ওয়ান নুসূর : ৪২১, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৯০, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩২৪, তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৭)

জান্নাতি স্ত্রীদের গান পরিবেশন

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

ان ازواج الجنة ليغنين لارواجهن بأصوات ما سيعها احد قط ان مبالغين
نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام ينظرون بقرة اعين وان مبالغين به
نحن الخالدات لا يمتن نحن الامنات فلا يخفن نحن المقيمات فلا يظعن.

অর্থ : জান্নাতি মেয়েরা স্বীয় স্বামীর সামনে এমন সুমধুর কণ্ঠে গান শুনাবে যা তারা আর কখনো শ্রবণ করেনি। তারা যা গাইবে সেগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো—

نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحَسَانُ أَزْوَاجُ قَوْمٍ كَرَامٍ
يَنْظُرُونَ بِقُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থ : আমরা সুউচ্চ পর্যায়ের সুন্দরী মহিলা। উচ্চ মর্যাদা সম্পূর্ণ লোকদের স্ত্রী। তারা তাদের চোখের প্রশান্তি এবং স্বাদ অনুভবের জন্য আমাদেরকে দেখবে।

আরো বলবে—

نحن الامنات فلا يخفن نحن الخالدات لا يمتن
نحن المقيمات فلا يظعن

অর্থ : আমরা সর্বদায় বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবো, কখনো ভয় হবে না। আমরা সর্বদায় জীবিত থাকবো, কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা

চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকবো, কখনো সেখান থেকে বের হবো না।
(হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩২৫, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ১০/৪১৯, আলবাদুরুস।
সাফিরা : হাদীস নং-২০৯২, তারগীব ও তারহীব : ৪/৫৩৮)

হরদের আরো তারানা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, (সা.) বলেন,

إِنَّ الْحُورَ فِي الْجَنَّةِ لَيُغْنِينَ يَ قُلْنَ نَحْنُ الْحُسْنُ هُدَيْنَا لِأَزْوَاجِ كِرَامٍ .

অর্থ : আমরা অতীব সুন্দরী হর। মর্যাদা সম্পূর্ণ স্বামীদের জন্য আমাদেরকে উপহার স্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইফাফা বাতাসের গান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আওজায়ী রহ, বলেন, জান্নাতবাসীরা সুমধুর কণ্ঠে গান শুনার ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহ তা'আলা বাতাসকে হুকুম করবেন যে, বাতাসের নাম ইফাফা; তা নরম মোতির নূপুরের আওয়াজ গাছের পাতায় প্রবেশ করিয়ে নড়াচড়া করবে এবং একটি অপরটির সাথে লাগবে আর সুমধুর আওয়াজ বের হবে। জান্নাতে সমস্ত গাছের মাঝেই ফুল থাকবে। (আল বা'হুর ওয়ান নুসূর : ৪২০, আলবাদুরুস সাফিরা : হাদীস নং- ২০৯৩, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩২৩, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ; ১০/৪১৯, তারগীব ও তারহীব: ৪/৫৩৮)

হরদের সম্মিলিত গান পরিবেশনা

হাদীস। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَجُتَبَعًا لِلْحُورِ الْعَيْنِ يَرَفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعْ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا يَقُلْنَ أَلَا نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا أَلَا نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا

نَبَأُ أَبَدًا إِلَّا نَحْنُ الْمُقِيَّاتُ فَلَا نَظْعُنْ أَبَدًا إِلَّا وَنَحْنُ الرَّاضِيَّاتُ فَلَا
نَسْخُطُ أَبَدًا طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا.

অর্থ : জান্নাতে হুরে-ঈনদের এক অনুষ্ঠান হবে যেখানে তারা সম্মিলিতভাবে গান পরিবেশন করবে যা কখনো সৃষ্টি শ্রবণ করে নি। তারা বলবে-

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبَأُ
وَنَحْنُ الرَّاضِيَّاتُ فَلَا نَسْخُطُ وَنَحْنُ الْمُقِيَّاتُ فَلَا نَظْعُنْ
طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ

অর্থ : আমরা সর্বদায় জীবিত থাকবো কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা সর্বদায় নিয়ামতের মাঝে আছি কখনো পঁচা গান্দা হবো না। আমরা সর্বদায় সন্তুষ্ট থাকবো কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমরা সর্বদায় জান্নাতে থাকবো কখনো বের হবো না। সুসংবাদ তার জন্য যে আমাদের জন্য আর আমরা যার জন্য। (আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং-২০৯২)

দুনিয়ার মহিলারা জান্নাতি হুরদের সঙ্গীতের (গান) উত্তর দিবে হযরত আয়শা (রা.) বলেন, যখন জান্নাতি হুরেরা উক্ত সঙ্গীতের বলবে, দুনিয়ার মহিলারা তাদের উত্তরে বলবে,

نَحْنُ الْمُصَلِّيَّاتُ وَمَا صَلَّيْنِ وَنَحْنُ الصَّائِمَاتُ وَمَا صُمْنِ
وَنَحْنُ الْمُتَوَضَّعَاتُ وَمَا تَوَضَّعْنِ وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ وَمَا تَصَدَّقْنِ

অর্থ : আমরা নামাজের মাধ্যমে মর্যাদা অর্জন করেছি তোমরা নামাজ পড়নি। আমরা রোজা রেখেছি তোমরা রোজা রাখনি। আমরা অযু করেছি তোমরা অযু করোনি। আমরা যাকাত ও দান খয়রাত করেছি তোমরা যাকাত ও দান খয়রাত করোনি।

হযরত আয়শা (রা.) বলেন, ওই উত্তরের মাধ্যমে দুনিয়ার মহিলারা তাদের উপর বিজয় লাভ করবে। (তায়কিরাতুল কুরতুবী : ৬/৪৭৬, তারগীব ও তারহীব : ৫/৫৮, সিফাতুল জান্নাত : ইবনে কাছীর : পৃ. ১১৩)

গাছ-পালা এবং হ্রদের সুরের প্রতিযোগিতা

এক কুরাইশি ব্যক্তি ইমামা ইবনে শিহাব যুহরী রহ. কে জিজ্ঞেস করেন, জান্নাতে কি গানও হবে? কেননা সুমধুর কণ্ঠ আমার খুব পছন্দ। তিনি বলেন, ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান! জান্নাতে অবশ্যই গান হবে। জান্নাতে একটি গাছ হবে যার ফল মোতি এবং যবরযদের হবে। সেখানে কুমারী মেয়েরা থাকবে যারা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত শুনাবে। তারা বলবে, আমরা নিয়ামতের মাঝে প্রতিপালিত হয়েছি। আমরা কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। যখন গাছ তাদের কণ্ঠ শ্রবণ করবে তারাও তাদের এক অংশ অপর অংশের সুমধুর সুর তাদের উত্তর দিবে। জান্নাতিরা বুঝতেই পারবে না গাছের আওয়াজ সুন্দর না ওই মেয়েদের আওয়াজ সুন্দর। (তিরমিযী : হাদীস নং-২৫৬৪, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩২৩, তারগীব ও তারহীব : ৪.৫৩৭, তাযকিরাতুল কুরতুবী : ৬/৪৭৬, সিফাতুল জান্নাত : ইবনে কাছীর : ১১২, মুসনাদে আহমাদ : ১/১৫৬)

হ্রদের জান্নাতে বিচরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

অর্থ : তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হ্রগণ। (সূরায়ে রহমান : আয়াত নং-৭২)

তার তো এমনও অর্থ আছে যে তারা কেবল তাঁবু ভিতরে থাকবে। তার আরো অর্থ রয়েছে যে, তারা কেবল তাদের স্বামীর জন্যই সংরক্ষিত থাকবে অন্য কারো দিকে দৃষ্টি দিবে না। সর্বদায় তাঁবুর ভিতরে থাকবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা কখনো তাঁবু থেকে বের হবে না। এবং বাহিরে ভ্রমণ করবে না; বরং উদ্দেশ্য হলো তারা অদৃশ্যের পর্দায় থাকবে। একদম পূত পবিত্র থাকবে। কেননা এটা হলো মহিলাদের উত্তম গুণাবলী। তারা ওই ভাবেই চলাফেরা এবং ভ্রমণ করবে যেমন বাদশাদের বিবিরী সংরক্ষিত অবস্থায় চলাফেরা এবং বাহিরে বের হয়।

তাবেঈ মুফাসসির হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, ওই সমস্ত হ্রের অন্তর মোতির খিমার মাঝে কেবল তার স্বামীর জন্যই সুরক্ষিত থাকবে। (জাওলাত ফি রিয়াজিল জান্নাত)

হুরেরা দুনিয়াতে নিজের স্বামীকে দেখে নিবে

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

لَا تُؤْذِيْ اِمْرَاَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخَوْرِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتِلُكَ اللهُ فَانْتَابَا هُوَ دَخِيْلٌ عِنْدَكَ يُوْشِكُ يَفَارِقُكَ اَيْنَنَا.

অর্থ : যখন দুনিয়ার কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে দুঃখ-কষ্ট দেয়, তার জান্নাতের হুরেঈন স্ত্রী বলতে থাকে, আল্লাহ তোমার মৃত্যু দিন! তুমি তাকে কষ্ট দিওনা। সে অল্প কিছু দিন তোমার নিকট থাকবে এবং অচিরেই তোমার থেকে পৃথক হয়ে আমাদের নিকট চলে আসবে। (তায়কিরাতুল কুরতবী : ৬/৪৮৫, মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৪২, আলবাদূরুস সাফিরা : হাদীস নং ২০৫১, হাদিউল আরওয়াহ : পৃ. ৩০৪, তিরমিযী, হাদীস নং-১১৪৭, ইবনে মাজাহ : হাদীস নং- ২০১৪, মেশকাত : হাদীস নং-৩২০৮)

হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, জান্নাতের মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি তোমাদের দুনিয়ার স্বামীদেরকে দেখতে চাও? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমরা দেখতে চাই। তাদের মাঝে এবং তাদের স্বামীদের মাঝ থেকে পর্দা খুলে দেয়া হবে। তারা স্বামীদেরকে দেখবে এবং তাদেরকে চিনে নিবে। এবং তারা তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে থাকবে। তারা তাদের এমন আশেক থাকবে যেমন দুনিয়ার কোনো মহিলা তাদের স্বামীর দীর্ঘ দিন পর দূরে থেকে আসার অপেক্ষায় অধির আগ্রহে থাকে। যখন দুনিয়ার কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখন তার জান্নাতের স্ত্রী কষ্ট পায় এবং সে বলতে থাকে, তুমি তাকে কষ্ট দিওনা। সে মাত্র কয়েক দিনের জন্য তোমার নিকট মেহমান, তাকে কষ্ট দিলে আমাদের কষ্ট হয় কেননা তারা হলো জান্নাতের ‘শাহজাদা’। তায়কিরাতুল কুরতবী: ২/৪৮৫, আলবাদূরুস সাফিরা: হাদীস নং ২০৫২।

হিসাব-নিকাশের সময় হুরগণ স্বামীকে দেখতে থাকবে

হযরত সাবেত বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কিয়ামতের দিন তার বান্দার হিসাব নিতে থাকবে তখন তারা তাদের জান্নাতের স্বামীকে জান্নাত থেকে

উঁকি মেরে দেখতে থাকবে। যখন হিসাবের প্রথম ধাপ শেষ হবে এবং জান্নাতের দিকে ধাবিত হবে, জান্নাতের অন্যান্য মহিলারা তাকে বলবে, আল্লাহর কসম! এটাই তোমার স্বামী। তখন সেও বলবে, আল্লাহর কসম! সেই আমার স্বামী। (সিফাতুল জান্নাত : ইবনে আবিদ দুনিয়া : ২৯০)

হরগণ বাইতুল্লার তাওয়াফ করতে থাকবে

হযরত মুজাদ্দের আলফে ছানী (রহ.) এর পুত্র হযরত মুহাম্মদ মা'ছুম নকশেবন্দী মুজাদ্দেরি (রহ.) বলেন, একদা আমি হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম এবং তাওয়াফ আরম্ভ করলাম তো পুরুষ এবং মহিলার একটি দল দেখতে পেলাম। যাদের রূপ-লাবণ্য অতুলনীয় ছিলো। তারাও খুব আত্মহে সাথে তাওয়াফ করছে। প্রতিনিয়ত তারা মু'আনাকা করছে। তাদের পা জমিনে এবং মাথা আসমানকে স্পর্শ করছে। আমি বুঝতে পারলাম, পুরুষ হলো ফেরেশতা আর মহিলারা হলো হুর। (জামে কারামাতুল আওলিয়া : ইউসুফ ইবনে ইসমাইল : ১/৩৩৪)

দুনিয়ার স্বামী-স্ত্রী জান্নাতেও স্বামী-স্ত্রী থাকবে

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমার একথা জানা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে মহিলাকে বিবাহ করবে সেই মহিলাই জান্নাতে তার স্ত্রী হবে। (আলবাদুরুস সাফরা : হাদীস নং-২০৬১)

ফায়দা : শর্ত হলো, উভয়েই ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ওই মহিলার অন্য কারো সাথে বিবাহ না হতে হবে।

হযরত ইকরামা রহ. বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর মেয়ে হযরত আসমা (রা.) হযরত যুবাইর ইবনে আওয়ামের স্ত্রী ছিলেন। হযরত যুবাইর (রা.) তার উপর কঠোরতা করতো। সে তার পিতার নিকট অভিযোগ করলে তা পিতা হযরত আবু বকর (রা.) মেয়েকে বললেন, মেয়ে! ধৈর্যধারণ করো কেননা যদি কোনো মহিলার স্বামী নেক হয় এবং সে স্ত্রী রেখে মারা যায় আর স্ত্রী তার মৃত্যুর পর অন্য কাউকে বিবাহ না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে একত্রিত করবেন। অর্থাৎ, জান্নাতে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবে। (আলবাদুরুস সাফিরা: হাদীস নং ২০৬২, তাযকিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৮১)

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উম্মে দারদা (রা.) এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। উত্তরে তিনি একথা বলে অস্বীকার করলেন যে, আমি আমার মৃত্যুবরণকারী স্বামীর নিকট থেকে গুনেছি যে, হুজুর (সা.) বলেন-

الْمَرْأَةُ لِأَخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ : মহিলা জান্নাতে তার শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। (সুতরাং তুমি আমার পর বিবাহ করবে না।) তায়কিরাতুল কুরতুবী: ২/৪৮২।

হযরত হুয়াইফা (রা.) তিনিও তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, যদি তুমি পছন্দ করো যে, জান্নাতে তুমি আমার স্ত্রী থাকবে তাহলে আমি মৃত্যুবরণ করার পর কাউকে বিবাহ করবে না। কেননা মহিলা জান্নাতে তার শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। (তায়কিরাতুল কুরতুবী : ১/৪৮২)

বহু বিবাহিতা মহিলা জান্নাতে যার স্ত্রী হবে

হাদীস। হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

الْمَرْأَةُ لِأَخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ.

অর্থ : মহিলা জান্নাতে তার শেষ স্বামীর সাথে থাকবে।

(আলবাদূরুস সফিরা : হাদীস নং-২০৬৩)

ফায়দা : উক্ত হাদীসে বলা হলো, একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ মহিলা তার শেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। কিন্তু এক হাদীসে এসেছে যে, স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেয়া হবে সে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করবে।

হাদীসটি এই-

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! যদি মহিলার দুটি বিবাহ হয় এবং উভয় স্বামীও সে জান্নাতে প্রবেশ করে তাহলে সে কোন স্বামীর স্ত্রী হবে? (প্রথম নাকি দ্বিতীয়জনের?) হুজুর (সা.) বলেন-

لا حسنها خلقاً عندها في الدنيا ذهب حسن الخلق بخيرى الدنيا والاخرة.

অর্থ : দুনিয়াতে তার (স্ত্রীর) নিকটে যার (স্বামীর) আখলাক বেশি ভালো ছিলো (তার সাথেই বিবাহ হবে)। উত্তম আখলাকের কারণেই দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ অর্জন হয়েছে। (তায়কিরাতুল কুরতুবী : ২/৪৮২, আলবাদুর্স সাফিরা : হাদীস নং-২০৬৫)

ফায়দা : দুনিয়াতে যে কয়েকজন পুরুষের সাথে বিবাহ হয়েছে এবং সকলেই তাকে তালাক দিয়েছে। তাহলে তাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে সে দুনিয়ার যে সৎ স্বামীকে সে নির্বাচন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথেই তার বিবাহ দিয়ে দিবেন। অথবা আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাকে কোনো একজনের সাথে বিবাহ দিয়ে দিবেন। অথবা কোনো জান্নাতি ওই মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করবে। এই তিন পদ্ধতির মাঝে প্রথম বর্ণনাটি বেশি শক্তিশালী।

যদি কোনো মহিলার কয়েকজনের সাথে বিবাহ হয় এবং সকলেই তাকে তালাক দেয় কিন্তু শেষ স্বামী তাকে তালাক না দেয় এবং সে বেঁচে থাকা অবস্থায় স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে যুক্তি হলো সেই শেষ স্বামীই জান্নাতে তার স্বামী হবে।

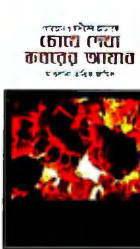
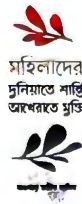
জান্নাতি পুরুষ ও মহিলার গুণাগুণ

হাদীস। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা.) বলেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ الصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ الشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ : الْوَدُودُ الْوَدُودُ الَّتِي إِذَا غَضِبَ أَوْ غَضِبَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ لَا أَذُوقُ غَضَبًا حَتَّى تَرْضَى.

অর্থ : আমি তোমাদেরকে জান্নাতি পুরুষ সম্পর্কে বলবো না! (অতঃপর তিনি বলেন,) নবী জান্নাতে যাবে। সিদ্দীকগণ জান্নাতে যাবে। শহীদগণ জান্নাতে যাবে। এবং ওই ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য শহরের শেষ প্রান্তে যায়। জান্নাতে প্রবেশকারী মহিলারা হলো এই যে স্বামীকে খুব ভালোবাসে এবং সন্তান বেশি জন্ম দেয়। যখন স্বামী অসন্তুষ্ট হয় অথবা সে অসন্তুষ্ট হয় তখন সে স্বামীর হাত ধরে বলে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আরাম করবো না যতক্ষণ তুমি খুশি না হবে। (সুনানে কুবরা : ইমাম নাসাই : ১৫০, আল জামিউছ ছগীর, হাদীউল আরওয়াহ)





পুস্তকঘর

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

গ্রন্থদ : ফয়সাল হোসাইন